Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/325 1/50

ভক্তি ও জ্ঞান

* *

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

* *

লেখক :
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

* * *

[১৩৬২ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীতে (৬ই কার্ত্তিক) পরমপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীগুরুঠাকুর মহারাজের শুভ জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী মায়া লাহিড়ী কর্ত্তৃক তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।]

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড় সমাধির ব্যুত্থানে যোগী একটা তামসিক আনন্দে মোহগ্রস্ত-মত, নিদ্রালু-মত থাকেন ; কিন্তু চৈতন্যসমাধিভঙ্গে যোগী প্রসন্নচিত্ত ('প্রসান্নাত্মা') লঘুশরীর ও সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন ('ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'), তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী অর্থাৎ সুখদুঃখসম্বন্ধে সর্ব্বভূতে সমবোধযুক্ত হন—সকল বস্তুই তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যায় ('সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু')। এই দ্বৈতদৃষ্টিহীন ভগবদ্ভাবনাই—ব্রহ্মভাবনাই—আত্মভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা **পরা ভক্তি**। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীর ভক্তির নাম 'পরা ভক্তি'। পরা ভক্তি অর্থ চতুর্থ প্রকার ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভক্তি এই পরা ভক্তি নহে—তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিন প্রকারের সকাম ভক্তি। এই পরাভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে 'তত্ত্বতঃ' জানা যায়—**"ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"** [ভক্ত্যা পরয়া ভক্ত্যা, স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিস্তয়া জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা]। 'এই পরা ভক্তি বা এক ভক্তিই অনন্যা ভক্তি'। এই অনন্যা ভক্তি দ্বারা পরমাত্মা লভ্য হন। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" সঃ প্রসিদ্ধঃ পরঃ অক্ষরাৎ পরঃ পুরুষঃ সর্ব্বস্মাৎ পুরা আস ইতি পুরুষঃ পরমাত্মা অনন্যয়া ন বিদ্যতে অন্যো যস্যাং সা অনন্যা তয়া অনন্যয়া অব্যভিচারিণ্যা প্রেম-লক্ষণয়া ভক্ত্যা একাকীভাব ভজনেন লভ্যঃ লব্ধুং যোগ্যঃ ভবতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বরদায়ক ভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এবং আলস্যরহিত নির্ম্মল বাণী দ্বারা যাঁহার স্তুতি করিয়া সূর্য্যদেব নিজ উদ্দীপ্ত কিরণজালে জগতের অন্ধকার দূর করেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যে ত্বাং সুরোত্তম গুরুং পুরুষা বিমূঢ়া
জানন্তি নাস্য জগতঃ সচরাচরস্য।
ঐশ্বর্য্যমান নিগমানুশয়েন পশ্চাৎ
তে যাতনাং ত্বনুভবন্ত্য বিশুদ্ধচিত্তাঃ ॥ ১৯

দেবশ্রেষ্ঠ! যে সকল মলিন হৃদয় মূঢ় মানব ঐশ্বর্য্য, মান-প্রতিষ্ঠা ও বেদবিদ্যার অভিমানহেতু আপনাকে এই চরাচর জগতের গুরু জানে না, তাহারা মৃত্যুর পরে নরকের যাতনা ভোগ করে ॥ (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ২৫তম অধ্যায়)।

[ইতি 'ভক্তি ও জ্ঞান' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্ট' সমাপ্ত]

—ওঁ তৎ সৎ ওঁ—

[১৩৬২ সনের শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে শ্রীশ্রীগুরুদেব ভগবানের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধ সরলপ্রাণা শ্রীমতী মায়া লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও জ্ঞান

[পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর স্বামী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ]

('সিদ্ধান্ত'—ফেব্রুয়ারী ১৯৪১)

[যে ভক্তি ও জ্ঞান-প্রভাবে মনুষ্য ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি-লাভে জন্ম-মৃত্যু পারে যাইতে সক্ষম হয়, সেই ভক্তি ও জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।]

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

(গীতা, ৫।১৭)

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

(গীতা, ৮।২২)

ঈশ্বর স্বীয় পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত—এই তত্ত্ব জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানা যায় না। ঈশ্বর কখন বহু উপাধি ধারণ করিয়া এক হইয়াও বহুরূপে ভাসিতেছেন, এক থাকিয়াও একই মুহূর্ত্তে বহুরূপে লীলা করিতেছেন, আবার কখন সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আপন শান্ত অদ্বিতীয় স্বরূপে প্রকাশিত হন—তখন তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, চলন-রহিত, গুণাতীত, আপনি-আপনি-ভাবে অবস্থিত তুরীয় ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ["যাবান্ যশ্চাস্মি" যাবান্=উপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ, যঃ=বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিরথৈকরস একঃ] জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না অর্থাৎ জ্ঞান লক্ষণা পরা ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায়। 'তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি'। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তি (উপাসনা) দ্বারা তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও জ্ঞান

* *

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥"

* *

লেখক ঃ
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

* * *

[১৩৬২ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীতে (৬ই কার্ত্তিক) পরমপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীগুরুঠাকুর মহারাজের শুভ জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী মায়া লাহিড়ী কর্ত্তৃক তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।]

* * *

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—আট আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা

চাইমা আমি বড় হোতে
আমি আর পারিনা থাকতে বাঁধা
আমার অহং শৃঙ্খলেতে
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়
নীল আকাশ ওই সম্মুখেতে
যাহে নীল বরণী নৃত্য করমা
শশী সূর্য্য লয়ে হাতে
ক্ষুদ্র অহমিকা আমার
বদ্ধ মা তোমার মায়াতে
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা
আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে
অসীম অনন্ত তুমি
পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে
হোয়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র
সন্তানের মা লজ্জা তাতে

"লাহিড়ী বাড়ী"
বিলাসী টাউন,
বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর

শ্রীশ্রীগুরু পাদারবিন্দ মকরন্দলোলুপ
শঙ্কর তীর্থ
চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৬১ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও জ্ঞান

নিজেদের ভক্তিমার্গী বলিয়া পরিচয়দাতা অনেককে জ্ঞান, নির্ব্বাণ অথবা মুক্তি-শব্দ শুনিয়া নাক সিটকাইতে দেখা যায়। কিন্তু যে নির্ব্বাণ মুক্তিকে সনাতন বেদশাস্ত্র "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছান্দোগ্য, ৪।১৬।৬), "ব্রহ্মলোকমভি-সম্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য, ৬।১৮।১), "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছাঃ, ৮।৬।৬, কঠ ২।৩।১৬), "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ" (বৃহদা, ৬।২।১৮), "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ, ৮।১৫।১) ইত্যাদি বহু বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে নির্ব্বাণ মুক্তিকে মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণ "ভদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (বশিষ্ঠদেব), অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তি-রত্যন্ত পুরুষার্থঃ" (সাংখ্যসূত্র), "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃশব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র) ইত্যাদি সূত্র সমূহে সুদৃঢ়রূপে সমর্থন করিয়াছেন, "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" বলিয়া যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে পরম চরম ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষার্থ নির্ব্বাণ মুক্তির নাম শুনিয়া যাহারা নাক সিটকায়, তাহাদিগকে 'বৈদিক' কিরূপে বলা যাইতে পারে? 'ভাগবত' নির্ব্বাণ মুক্তিকে শ্রীভগবানেরই রূপান্তর এবং ভক্তিরই ফল বলিয়াছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (১—২—১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলেন। এই অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্বপদার্থই 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' এবং 'ভগবান্' এই তিন নামে অভিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, এই অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্বকে ঔপনিষদ সাধক 'ব্রহ্ম'রূপে, যোগীজন 'পরমাত্মা'রূপে এবং ভক্তগণ 'ভগবান্'রূপে প্রাপ্ত হন। অতএব, জ্ঞান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা' ভগবান্ ও নির্ব্বাণ—এ সমস্ত একই পদার্থ। ভাগবতের' নিম্ন লিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, নির্ব্বাণ ভক্তিরই ফল—

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে॥" (১—২—২২)

অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞানই ভগবত্তত্ত্ব (১—২—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য), ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান ইত্যাদি রূপে উহাকে জানাই বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান)। যিনি ভক্তিযোগেয় প্রভাবে মুক্তসঙ্গ ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে উক্ত ভগবত্তত্ত্বের উদয় হয়। 'বেদান্ত দর্শন' ১—১—৪ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে 'মোক্ষ' নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ।" সেই ভাষ্যের আলোচনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভাগবত কথিত অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান এবং নির্ব্বাণ একই বস্তু। সুতরাং নির্ব্বাণ ভক্তিশূন্য শুষ্ক জ্ঞান নহে, অপিতু ভক্তিরই রসস্বরূপ ফল।

মহর্ষি বেদব্যাস 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে' বলিয়াছেন—

"মুক্তিস্তু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা চ যা॥
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণ রূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ"॥

(প্রকৃতি খণ্ড, ২২ অধ্যায়)

অর্থাৎ শ্রুতি কথিত মুক্তি দুই প্রকারের—প্রথম হরি ভক্তিরূপা আর দ্বিতীয় নির্ব্বাণরূপা। বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিস্বরূপ মুক্তি আর অপর সাধুগণ নির্ব্বাণরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন।—এ স্থলে মহর্ষি বেদব্যাস হরিভক্তিকে মুক্তি বলিয়া ভক্তকেও মুক্ত বলিয়াছেন। অতঃ আর্ষমতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিশব্দ শ্রবণ মাত্রই ভক্ত—হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত নহে। এই কারণে 'হরিভক্তি বিলাসে' নিশ্চলা ভক্তিকে মুক্তি বলিয়া ঐরূপ ভক্তকে মুক্ত বলা হইয়াছে—"নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তি র্জনার্দ্দন! মুক্তাস্তু তব এব ভক্তাস্তু তব বিষ্ণো র্যতো হরেঃ॥ (১০।২৩)

এখন এখানে ধ্যান দেওয়া কর্ত্তব্য যে, যখন বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা এবং ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা 'সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ" ভক্তিকে মুক্তিই বলিয়াছেন, তখন "ব্রহ্মানন্দ তিরস্কৃতিঃ", "মুক্তেরপ্যতি দুর্লভা" প্রভৃতি বচন-প্রয়োগে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিবার প্রয়াস ব্যর্থ মাত্র। যিনি "ব্রহ্মানন্দ তিরস্কৃতিঃ", "মুক্তেরপ্যতিদুর্লভা" প্রভৃতি বলিয়া ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, 'অনির্বাচ্য নির্গুণ জ্যোতিরূপ ব্রহ্মকে যোগিগণ সর্ব্বদা হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন'—"যোগাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা যন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো হৃদি পরংপশ্যন্তি, পশ্যন্তু তে। অস্মাকন্তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং কালিন্দী পুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি।" (শ্রীমধুসূদনঃ) এখানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী দ্বারা যমুনাপুলিনে শ্যামসুন্দরকে 'নয়নরঞ্জন' বলা হইলেও 'জ্ঞান হইতে অভিন্ন জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার"কে তিরস্কার করিতে তিনি সাহসী হন নাই, বরং এইই বলিলেন যে, সেই ব্রহ্ম যোগিগণের 'হৃদি পরম্' হইয়া উদয় হন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, অতএব তিনি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্কেত করিয়াছেন—ইহা প্রাণিধান করা আবশ্যক, কারণ ইহা ত সনাতন বেদসিদ্ধান্ত। এই কারণে বেদ স্বয়ং বলিতেছেন—"নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা"—অহো! আপনি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা হইয়াও ভক্তিধ্যানে বহুরূপে প্রকট হন! আপনাকে নমস্কার। আপনার উদ্দেশ্যে আমি 'স্বাহা' বলিয়া বস্তুদানমুখে আত্মদান করিতেছি। ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যও ধ্যান-সৌকর্য্যার্থ বলিয়াছেন—"ভুঞ্জানং সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপৈঃ কুঞ্জান্তর বর্ত্তিনং হরিং স্মরতঃ” অর্থাৎ কোন কুঞ্জে বসিয়া গোপ-বালকগণের সহিত ভোজন করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে স্মরণ কর। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ত উক্ত শ্লোকে নির্গুণ-সগুণের একতা বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে জ্ঞানকে ছোট দেখাইয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বলা হয় নাই। বেদ নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক ‘বিষ্ণু’ শব্দের অর্থ এই প্রকার করিয়াছেন—“বিষ্ণু র্বিশতের্বা, আপ্নোতের্বা” (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড, দ্যুস্থানদেবতানির্ব্বচন—প্রকরণ)। ইহার অর্থ এই যে, প্রবেশ-অর্থবাচক ‘বিশ্’ ধাতু হইতে অথবা ব্যাপ্তি-অর্থবাচক ‘বি’ ‘আপ’ ধাতু হইতে ‘বিষ্ণু’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, যখন তিনি ‘কালিন্দী পুলিনোদরে’ শ্যামসুন্দররূপে ‘বিশতি’, তখন তিনি “ভক্তলোচন চমৎকারঃ” আর যখন তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অব্যক্ত, অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মজ্যোতিরূপে নিখিল জগতে ‘ব্যাপ্নোতি’ (ব্যাপ্তিঃ সাকল্যেনাভি সম্বন্ধঃ” ইহাকেই “ভূতেষু সততং তস্মৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ” বলা হইয়াছে।) তখন তিনি যোগিহৃদয়-বিহারী “নির্গুণ জ্যোতিঃ কিঞ্চন” হন। “দহর উত্তরেভ্যঃ” (বেদান্ত দর্শন, ১।৩।১৪) “ন প্রতীকে ন হি সঃ” (বেদান্ত দর্শন, ৪।১।৪) “ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ” (বেদান্ত দর্শন, ৪।১।৫), “মনো ব্রহ্মত্যুপাসীত ইতি অধ্যাত্মম্, অথ অধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি” (ছান্দোগ্য, ৩।১৮।১), “আদিত্যো ব্রহ্মেতি আদেশঃ” (ছাঃ, ৩।১৯।১), “যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে” (ছাঃ, ৭।১।৪), “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মরূপে দহরং পুণ্ডরীকং............তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি” (ছাঃ, ৮।১।১) ইত্যাদি সূত্র ও মন্ত্র সমূহে এই রহস্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস ‘অধ্যাত্ম রামায়ণে’ এই রহস্য অতি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—“ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ” (কিষ্কিন্দা কাণ্ড, ৫।২৫) অর্থাৎ যিনি অজ (নিত্য পরব্রহ্ম), তিনি ভক্তধ্যানে বহুরূপে প্রকট হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামসুন্দর যে অমৃতস্বরূপ, ইহা ত নিঃসন্দেহ। সুতরাং 'শ্যামামৃত-পান' আর 'রসস্বরূপের উপলব্ধি' একই কথা। অতঃ "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃহদা ২।৭।১—২) "অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (বেদান্তদর্শন, ১।২।১৮) ইত্যাদি শ্রুতি ও সূত্র প্রতিপাদিত অমৃতস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি কেন বলা যাইবে না? উভয় স্থলেই 'অমৃত' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" শাণ্ডিল্যঋষি প্রোক্ত এই ভক্তি তত্ত্বতঃ জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, কারণ, 'পরানুরক্তিঃ' জ্ঞান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভক্তিবাদী আচার্য্য শ্রীরামানুজও 'শেমুষী ভক্তিরূপা' বলিয়া ভক্তিকে জ্ঞানবিশেষই মানিয়াছেন। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময় দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্। মূর্কাস্বাদনবৎ" (নারদভক্তিসূত্র, ৫।৫২,৫৩)। সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি উক্ত দুই সূত্রদ্বারা "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন উপঃ ৩) এই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য 'অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্ম' ইত লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেমস্বরূপ হওয়াতে তাদৃশ 'ব্রহ্ম' কেই 'অনির্ব্বচনীয়' বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ দত্তাত্রেয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে 'আন্বীক্ষিকী' ('ব্রহ্মবিদ্যা'—শ্রীধরঃ) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন—এই কথা ত 'ভাগবতে' পাওয়া যায়—"আন্বিক্ষিকী-মলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্" (১।৩।১১)। পরন্তু এই আন্বীক্ষিকী (আত্মবিদ্যা) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা "মদন মন্থর গোপরামানেত্রাঞ্জলী চুলুকিতা-বসিতং শ্যামামৃতং" নহে, তথাপি প্রহ্লাদপ্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ উহার আস্বাদন করিয়া নিজদিগকে 'রসানুভিজ্ঞাঃ' প্রমাণিত করিয়াছেন কেন? আর স্বয়ং "রসোবৈ" পুরুষও রসসংজ্ঞা-বহির্ভূত ব্রহ্মবিদ্যার পরিবেশনের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারত' হইতে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতির সহস্র পুত্রকে মোক্ষ্ প্রতিপাদক অতি উত্তম 'সাংখ্যজ্ঞান পড়াইয়াছিলেন— "সহস্রসংখ্যান্ সম্ভূতান্ দক্ষপুত্রাং শ্চ নারদঃ। মোক্ষ মধ্যাপয়ামাস সাংখ্যজ্ঞান—মনুত্তমমঃ॥" (আদিপর্ব্ব, ৭৫।৭)। আধুনিক ভক্ত ত 'মোক্ষ' অথবা 'মুক্তি' নাম শুনিলে ভয়ভীত হইয়া উঠেন আর 'মুক্তের প্যতি দুর্লভা' ইত্যাদি বচন-বলে মুক্তিকে ভক্তি অপেক্ষা হীন বলিয়া থাকেন; পরন্তু, 'ভক্তিসূত্র' 'নারদ পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ 'রসসংজ্ঞাবহির্ভূত' 'অ-শ্যামামৃত' 'সাংখ্যজ্ঞানের' অধ্যাপনদ্বারা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন আর মহর্ষি বেদব্যাস মোক্ষপ্রতিপাদক সেই সাংখ্যজ্ঞানকে 'অনুত্তমম্' (যাহা অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কিছু নাই) বলিয়াছেন। আবার 'ভাগবতে' দেখা যায় যে, মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ কপিলদেব সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায়, গুরু সনৎ কুমারের নিকট ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপে আক্ষেপ করিতেছেন—"সোঽহং ভগবো! মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ,—তস্মা ভগবাচ্ছোকস্য পারং তারয়তু ইতি" অর্থাৎ আমি মন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যাই জানি, পরন্তু আমার আত্মজ্ঞান না থাকাতে শোকসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি,; হে ভগবন্! আত্মজ্ঞান দান করিয়া আমাকে শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন॥ উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান ত সেই শ্যামামৃত নহে, তথাপি পরাভক্তির হস্তদ্রষ্টা, ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির গুরুদেব দেবর্ষি নারদের সেই আত্মজ্ঞান আস্বাদনের জন্য এরূপ আকুলতা কেন? পরাভক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মজ্ঞানের অভাবে এরূপ শোক কেন? ভক্তিগণ ত শোকসাগর পারে না যাইয়া ভগবৎসেনা; ভজনানন্দ প্রভৃতিতেই বিভোর থাকিতে চান, তাহা হইলে দেবর্ষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদের পক্ষে এরূপ শোক প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হয়? দেবর্ষি নারদ কি ভক্ত ছিলেন না?

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" (ভাগবত, ১।২।১২) এই শ্লোকে ভক্তিকে 'জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত' ও 'শ্রুতগৃহীতয়া' এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী ইহার টীকায় বলিতেছেন—'শ্রুতেন বেদান্ত শ্রবণেন গৃহীতয়া প্রাপ্তয়া ইতি ভক্তের্দার্ঢ্যমুক্তম্' অর্থাৎ এই দুই বিশেষণের দ্বারা ভক্তির দৃঢ়তা উক্ত হইয়াছে। 'তচ্চ তত্ত্বম্ আত্মানি ক্ষেত্রজ্ঞে পশ্যন্তি, কিং তৎ? আত্মানং পরমাত্মানম্' (শ্রীধরঃ) এস্থলে ভক্তের নিজসত্তা কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে? অদ্বৈতভাবে নহে কি? যাহাকে ভক্তি অবতার বলিয়া আধুনিক ভক্তগণ প্রচার করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—'(শাস্ত্রযুক্তি-সুদৃঢ় নিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তমাধিকারী সে তারে এ সংসার॥' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২) এখানে 'শাস্ত্র-যুক্তি-সুদৃঢ়' শব্দে শ্রুতিকথিত কৃতশ্রবণ ও কৃতমনন ব্যক্তিকেই 'উত্তমাধিকারী' বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মতে ও ভক্তের পক্ষে শ্রবণ, মনন প্রভৃতি উপনিষদুক্ত সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে।

সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ সংসারের আদি ভক্ত বৈষ্ণব। 'মহাভারত উদ্যোগপর্ববান্তর্গত ধৃতরাষ্ট্র-প্রজাগর-পর্ব্বে' উক্ত হইয়াছে যে, মোহমুগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি জ্ঞানমার্গের উপদেশ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার দিয়াছেন। শিবাবতার জ্ঞানবাদী আচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর তাহার ভাষ্য করিয়াছেন। যদি জ্ঞানপথ সর্ব্বথা ভক্তি শূন্য নীরস হইত, তাহা হইলে কি আদিভক্ত বিশ্বপূজ্যচরণ মহর্ষিগণ জ্ঞানের উপদেশ করিতেন? তাঁহারা কিন্তু আধুনিক ভক্তের মত 'নির্ব্বাণ নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা শ্চূষন্ত নাম' বলিয়া নির্ব্বানের উপেক্ষা না করিয়া, তাহার বিশেষ আদরই করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তি ত জ্ঞান সাপেক্ষই। যাহার বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ভক্তি কি রূপে করা যায়? "দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ?" এই কারণে মহামন্ত্র গায়ত্রীতে প্রথমেই জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে—"বিদ্মহে" (আমরা তাঁহাকে জানি), এইহেতু আমরা তাঁহার ধ্যান করিতেছি "ধীমহি"। এই ভাবে মহর্ষি ব্যাসদেব ও 'ভাগবতে' প্রথমশ্লোকেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "নিরস্তকুহকম" ইত্যাদি ভাষায় ভাগবত প্রতিপাদ্য দেবতার স্বরূপ জ্ঞান করাইয়া পারে "সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়া দেবতাকে আস্বাদন করাইয়াছেন।

অধিক কি, ইষ্টদেবতাকে শ্যামামৃতরূপে আস্বাদন না করিলে 'প্রেমলক্ষণা ভক্তি' লাভ হইতে পারে না, ইহা সনাতন ঋষি সিদ্ধান্ত নহে, কারণ মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত ভক্তি জ্ঞানাকর গ্রন্থ 'অধ্যাত্ম রামায়ণে' দেখা যায় যে, শ্রীভগবানকে বিশ্বরূপে ধ্যান স্তবনাদি করিয়াও দিব্য গন্ধর্ব্বের 'প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ' (অরণ্য কাণ্ড, নবম অধ্যায়) আর আর্য গ্রন্থ 'মহাভারতে' জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ভক্তপ্রবর, শরশয্যাশায়ী, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেবের মুখ হইতে 'বিশ্বরূপস্তোত্ররাজ' শুনিয়া মহর্ষিগণ 'বাষ্পবিগলিতকণ্ঠ' হইয়াছিলেন—"ঋষয়ো বাষ্পকণ্ঠাস্তে তমানর্চুর্মহামতিম্" (শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম ৪৭ অধ্যায়)। সুতরাং "মদনমন্থর গোপরামা নেত্রাঞ্জলী-চুলুকিতা-বসিতং শ্যামামৃতম্"—রূপেই ইষ্টদেবতার ধ্যান পূজনাদি করিলে 'প্রেমলক্ষণা ভক্তি' লাভ হইবে ও 'রসিক' হওয়া যাইবে, অন্যথা নহে—ইহা স্পষ্টতঃ বেদাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, যেহেতু, 'সরোম পুলক' আর 'বাষ্পবিগলিতকণ্ঠ' প্রভৃতি হওয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তির সূচক—ইহা ত ভাগবতাদি সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত আর এই সমস্ত লক্ষণ 'বিশ্বরূপে' ঈশ্বরের ধ্যান, স্মরণ, স্তব প্রভৃতি হইতেও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

একান্ত ভক্ত বলেন, জ্ঞান ভক্তির পরিণাম। লক্ষণ ভেদেই বস্তু সমূহের ভেদ হয়। পরন্তু শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষণে কোনও ভেদ পাওয়া যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নির্ম্মমতা, দেবতায় একান্ত প্রীতি ইত্যাদি লক্ষণ জ্ঞানী ও ভক্তের পক্ষে সমান। গীতোক্ত ভক্তিযোগে ১৩ হইতে ২০ পর্য্যন্ত শ্লোকে ভক্তের যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণই জ্ঞানীতেও দেখা যায় আর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ পর্যান্ত শ্লোকে কথিত জ্ঞানীর সমস্ত লক্ষণ ভক্তেও পাওয়া যায়। 'তবাস্মি, (আমি তোমার) ইহা ভক্তের ভজন-প্রণালী। 'ত্বমেবাস্মি' (তুমিই আমি) ইহা জ্ঞানীর ভজন-মার্গ। এইভাবে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও জ্ঞানী ও ভক্তের ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ ফল একই—"ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষোঽস্তি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ"। যখন ভক্ত ভিতরে বাহিরে 'তুমিই সব, তুমিই সব' বলিয়া ঈশ্বরকেই সবর্বত্র দেখে, তখন 'আমি তোমার দাস' এই ভাবের ভুল হইয়া যায়। 'তুমিই সব, তুমিই সব' এই ভাব দৃঢ় হইলে পর ভক্ত ও ইষ্টরূপই হইয়া যান, 'দাসোঽহং' ভাবের 'দা' চলিয়া গিয়া 'সোঽহং'ই হইয়া যান।

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই সমানভাবে ঈশ্বর-রস আস্বাদন করেন অর্থাৎ ভক্ত যে ঈশ্বর-রস আস্বাদন করেন, জ্ঞানীও সেই ঈশ্বর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন নিখিল রস আস্বাদনের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এক রসের প্রাপ্তি হইতে পারে না। পৃথক পৃথক ভাবে নানা রস আস্বাদনের অভাবই এক রস প্রাপ্তি। এই এক রসই ঈশ্বর-রস। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত উহাদের রাজা মন যখন পৃথক্ পৃথক্ রস আস্বাদন ত্যাগ করিয়া একেরই প্রতি ধাবিত হয়, যখন একেই ডুবিয়া থাকে, তখনই একরস লাভ হয়। ইহাই ঈশ্বর-রস। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই নানা রসের অভাবরূপ একরসস্বরূপ পরমরস লাভার্থ ব্যাকুল থাকেন। শুদ্ধ বোধরূপ-রসাতিরিক্ত অন্য সমস্ত রস জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই দৃষ্টিতে নীরস। শুদ্ধবোধরূপ একরসে ইতর বিশেষ হইতে পারে না। সুতরাং ভক্তি কখন জ্ঞানহীন থাকিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, সেইরূপ জ্ঞানও কখন ভক্তিহীন থাকিতে পারে না—"যদীশ্বররসো ভক্ত স্তদীশ্বররসো বুধঃ। অভাবৈকরসস্তেতৌ রসকান্তরতাং রতৌ॥ শুদ্ধবোধ রসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ। তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন॥" জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বানুভব ভিন্ন শত যুক্তিতেও কখন মুক্তি হইতে পারে না আর ভক্তি ভিন্ন শত উপায়েও কখন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না—"ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি। তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায় শতৈরপি॥"

অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। মুক্তি কোন বিভীষিকাময় বস্তু নয়। অজ্ঞান হইতে—'আমি, আমার'-রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে কোন্ ভক্ত অথবা জ্ঞানী চাহেন না? জ্ঞান লাভ ভিন্ন অজ্ঞান কিরূপে নষ্ট হইবে আর ঈশ্বর-স্মরণরূপ ভক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞানের হাত হইতে অর্থাৎ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত কিরূপে হওয়া যাইবে? এইজন্য বলা হইয়াছে—প্রথমে ভক্তি, পরে জ্ঞান আর অন্তে মুক্তি, ইহাই সাধাবণ ক্রম—"ভক্তি র্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ॥" অতএব জ্ঞানের দ্বেষ করিয়া যে ভক্তি করা হয়, সে কেমন ভক্তি?

কোন কোন আধুনিক জ্ঞান পথিক বলেন, ভক্তির প্রয়োজনই নাই, "দেহ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা" এই ভাবের বিচার দ্বারাই জ্ঞানোদয় হইবে। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, 'দেহ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা' এইরূপ অনুভব ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্য কখন লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতে যখন ঈশ্বর কৃপাপূর্ব্বক মনুষ্যের মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের ভিতর ডুবাইয়া দেন, তখনই মনুষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে তিনিই বিচাররূপ স্ফুরণ জাগাইয়া জানাইয়া দেন ঈশ্বর কে, ভক্তই বা কে, আর জ্ঞানীই বা কে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সংসার হইতে মুক্ত হন, তিনি "জ্ঞানী আর সংসার হইতে বিরক্ত হইয়া কেবল শ্রীহরির প্রাপ্তির নিমিত্ত যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, যিনি প্রথমে স্বভাববশে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভক্তি-প্রভাবে পুনঃ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি দেহমুক্তি, জীবন্মুক্তি অথবা সংসারমুক্তি প্রাপ্ত হন, তাহাকে "ভক্ত" বলা হয়। বৈরাগ্য, ভক্তি, অপরোক্ষানুভূতি ও মুক্তি এই চারি অবস্থা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমানরূপে হয়। তথাপি প্রবৃত্তির ভেদে তাঁহাদের নামের ভেদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীর পক্ষে মুক্তিই মুখ্য ফল, ভক্তি মুক্তির সাধন আর ভক্তের পক্ষে ভক্তিই মুখ্য, মুক্তি উহার আনুষঙ্গিক ফল। ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ভক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতের সমস্ত বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার অনুসন্ধানই 'ভক্তি' নামে কথিত। ভক্তির অর্থ সেবা, পূজা, আরাধনা ইত্যাদি, ইহা ত নির্ব্বিবাদ। কিন্তু যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার যদি বিন্দুমাত্রও পরিচয় জানা না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে সেবা করা যাইবে? পূজা কিরূপে করা যাইবে?—"দেবে পরিচয়ো নাস্তি, বদ পূজা কথং ভবেৎ?" দেবতার পরিচয় পাইবার নিমিত্তই তাঁহার অনুসন্ধান আবশ্যক হয়।

যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই জগত ভাসিত হয়, দেহ ভাসে এবং ভাসিয়া যেরূপে সন্নিহিত বস্তুর প্রতিচ্ছায়া স্বচ্ছ দর্পণকে ঢাকিয়া বস্তুর প্রতিবিম্বকেই দেখায়, সেইরূপে মায়ানির্ম্মিত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিচ্ছায়া যাঁহাকে ঢাকিয়া যাঁহার প্রতিবিম্বমাত্রকেই দেখায়,—এইরূপ যিনি সর্ব্বানুস্যূত দেবতা, চেতনা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী আকাশবৎ সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তিনি নিখিল বস্তু সমূহেরও স্বরূপ। এই স্বরূপের অনুসন্ধান না করিলে দেবতার সহিত পরিচয় কিরূপে সম্ভবে? পরন্তু, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধান কিরূপে করা হইবে? কোন বস্তু হারাইয়া গেলে লোক তাহার অনুসন্ধান করে। গলায় হার থাকিলেও মানুষের যখন ভ্রান্তি হয় যে হার হারাইয়া গিয়াছে এবং সেই হারের জন্য সে যখন অনুসন্ধান করে, তখন তাহার ভ্রম দূর করিবার জন্য যেমন তাহাকে বলিতে হয় যে, তোমার গলার পিছন দিকে তোমার হার ঝুলিতেছে, সেইরূপই যিনি সেই স্বরূপকে জানিয়াছেন, তিনি যাবৎ তাঁহাকে না দেখাইয়া দেন, তাবৎ তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে না। এই কারণে গুরু আবশ্যক এবং নিপুণ আচার্য্যের আদেশ অনুসারে সাধনা আবশ্যক এবং শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ পূর্ব্বক আচরণও আবশ্যক।

মায়া অঘটন-ঘটন পটীয়সী। ইহাকেই ভগবান্ "মম মায়া দুরত্যয়া" বলিয়াছেন। মনুষ্য নিজ সামর্থ্যে মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে শ্রীভগবান্ বলিলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। বহু দাগা খাইয়া, বিশেষ বিপন্ন হইয়া, অশেষ লাঞ্ছনা ভুগিয়া যখন মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, মাত্র তখনই ঈশ্বর কৃপায় মায়ার হাত হইতে সে মুক্ত হইতে পারে। মুক্তিকে—মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, কিছুই লাভ হইবে না। মোক্ষলাভের জন্যই ত ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় আর ঐ শরণাপত্তির নামই ভক্তি। অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাই ভক্তি। পরন্তু জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞানের নাশ কিরূপে হইবে? এইজন্য আপ্তকাম ঋষিগণ ভক্তি করিবার জন্য বলিয়াছেন—ঈশ্বরের পরিচয় নিবার জন্য বলিয়াছেন—পরিচয় নিয়া তাঁহার সেবা করিতে বলিয়াছেন। সেবার দ্বারা 'হৃদয়-দর্পণ স্বচ্ছ হইবে আর হৃদয় স্বচ্ছ হইলে পর সেই বস্তুস্বরূপের জ্ঞান লাভ হইবে এবং জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে; সুতরাং মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলে কিছুই লাভ হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিলেন, নির্গুণ-উপাসক আপন সামর্থ্যেই আমাকে লাভ করেন, কারণ, তিনি নিজকে পরমাত্মারূপই জানেন—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"। পরন্তু সগুণ-উপাসককে (বিশ্বরূপের উপাসককে) আমি স্বয়ং সংসার-সাগর-পারে লইয়া যাই, আমি ভব-পারের কাণ্ডারী, আমি কর্ণধার—"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ"। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—'কিরূপে তিনি পার করেন'? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—'তত্ত্বজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ জালাইয়া'—"মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষা মেবানুকম্পার্থ মহম-জ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা॥" (শ্রীগীতা, ১০—৯, ১০, ১১)—"যাঁহাদের চিত্ত আমার রূপে গুণে লুব্ধ, যাঁহাদের প্রাণ মদ্গত—আমি ভিন্ন প্রাণধারণে যাঁহারা অসমর্থ—এরূপ সাধক পরস্পর আমার কথাই কীর্ত্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথাই বুঝাইয়া সন্তোষ এবং পরম সুখ লাভ করেন॥ যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, এইরূপ ভক্তকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে তাঁহাদেরই আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারেন (আমাকে লাভ করেন)॥" "ঐরূপ ভক্তগণের প্রতি কৃপাহেতু আমি তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তিতে আগমন করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ জালিয়া তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি॥" সুতরাং জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হইতে দূরে পলায়ন করিলে ভক্তের কল্যাণ কিরূপে হইবে?

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলেন—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,'। জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করে, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। ভগবান্ শ্রীশ্রীবশিষ্ঠ বলিতেছেন—

সংসারোত্তরনে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেব হি।
তপো দানং তথা তীর্থ মনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোঽভিবাঞ্ছ্যতে॥
(যোঃ উপঃ ১৩।৩৭)

অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার-সাগার উত্তীর্ণ হইবার উপায়; তপস্যা, দান বা তীর্থ, ইহারা উপায় নহে। যে পর্য্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই মূর্খতাবশতঃ সাধক দীনভাবে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি আত্মজ্ঞানের উপায় (সাধন) বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দস্বরূপে স্থিতি-প্রদানে অসমর্থ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ শ্লোক সমূহে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল সাধনের মধ্যে 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'কে জ্ঞানের অন্যতম 'সাধন' বলিয়াছেন —"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তির ব্যভিচারিণী"।

ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব ও ভগবান্ শ্রীশ্রীবশিষ্ঠদেব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্ত মত বহুস্থানে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন। একটি মাত্র অতি পরিচিত স্থানের উল্লেখ এখানে করিতেছি—

"কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথ বা দানম্।
জ্ঞান বিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন॥"

প্রসিদ্ধ ভক্তিবাদী, গীতা ভাগবত প্রভৃতির সুখ্যাত টীকাকার ভক্ত প্রবর শ্রীধর স্বামী গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সূচনাতে বলিয়াছেন— "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার-সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থেতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বঃ প্রতিজ্ঞাতম্ ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাতুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষ বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে।" অর্থাৎ 'ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম (৭ম) শ্লোকে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ের হইবার সম্ভাবনা নাই, এইজন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। 'সুতসংহিতা'তেও উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞানমেব হি মহাবিষ্ণো মোক্ষসাধন মুচ্যতে।" (জ্ঞান-যোগখণ্ড, ৭।১৬)। উপযুক্ত প্রমাণ সমূহ সত্ত্বেও যদি কোন ভক্ত জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার সংসার-মুক্তি কিরূপে হইবে?

সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' সুন্দরকাণ্ড ৪।২২ শ্লোকে ভগবান্ ব্যাসদেব বলেন—

বিষ্ণো হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়—
স্ততো ভবদ্ জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ,
সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।—ভক্তিতে সাধক কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হন, ব্যাসদেব উপরের শ্লোকে তাহাই দেখাইলেন। পরে তিনি 'অরণ্যকাণ্ডে' ভক্তি-সাধনার ক্রম বলিতেছেন—

তস্মাদ্ ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তি সাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্॥ ২২
দ্বিতীয়ং মৎ কাথালাপ স্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥ ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্‌বুদ্ধ্যা মায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎ পূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে॥ ২৫
মদ্‌ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা॥ ২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি-সাধনং যস্য কস্য বা॥ ২৭
স্ত্রিয়া বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনি-গতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভ লক্ষণে॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাত মাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভব সিদ্ধস্য মুক্তি স্তত্রৈব জন্মনি॥ ২৯
স্যাৎ তস্মাৎ কারণং ভক্তি র্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু॥ ৩০
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তি মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্॥ ৩১

ইহার ভাবার্থ—প্রেম-লক্ষণা ভক্তির সাধনক্রম নববিধ—(১) সৎসঙ্গ, (২) মৎ কথালাপ, (৩) মদ্‌গুণ-স্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাখ্যা, (৫) আচার্য্য (গুরু) ও আমি এক অভিন্ন, এই বুদ্ধিতে আচার্য্যোপাসনা ও যমনিয়মাদি যোগের বহিরঙ্গ সাধনা, (৬) নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা, (৭) মন্ত্রজপ, (৮) ভক্ত পূজা "সর্ব্বভূতে নারায়ণ বোধ", বিষয়-বৈরাগ ও শম-সাধনা, (৯) তত্ত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তি সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মিলে আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। আমার অনুভবই মুক্তি। এই কারণে ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ, সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে, অন্য অন্যগুলি ক্রমানুসারে আসিবেই।—ভগবান্ ব্যাসদেবের এই মতের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত একই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি যদি বলা হয় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব কোথাও ইহা প্রকাশ করেন নাই যে, 'ভক্তিতে মুক্তি হয় না, জ্ঞানেই মুক্তি হয়"—তাহা হইলে সেই মতকে মূঢ় বুদ্ধির গোড়ামি জানিতে হইবে। ভগবান্ ব্যাসের উক্ত উক্তি সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া আধুনিক ভক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপর একটা ঘৃণা প্রচার করিয়াছেন। ইহা তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান পরিপাক-হীনতা ও অনুভব শূন্যতারই পরিচয়। উপযুক্ত ভক্তি-সাধনার ক্রমে "তত্ত্ব-বিচার"কে অন্তিম ভক্তি-সাধন বলা হইয়াছে। অতএব ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভক্তির পূর্ণ পরিণতির নিমিত্ত 'তত্ত্ব-বিচার-ত্যাগ কিরূপে সম্ভবে ?

ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি যোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (১।২।২০,২১)

অর্থাৎ 'নিষ্কামকর্ম্মরূপ ভগবৎসেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমোভাব এবং কাম-লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয় এবং চিত্ত, সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন—"এবকারেণ জ্ঞানানন্তরমেবেতি সূচয়তি।" অর্থাৎ "দৃষ্ট এব" শব্দে সূচিত হইতেছে যে, আত্মদর্শন হইলেই হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈষ্ঠিকীভক্তি দ্বারা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি ইহাই ক্রম। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, আবার বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। এইজন্যই ব্যাসদেব 'অধ্যাত্ম রামায়ণে' বলিতেছেন,—

ভক্তি র্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ-প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ৭।৬৭)

অর্থাৎ ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তি মোক্ষ প্রদান করেন। ভক্তিহীনের দ্বারা কৃত সমস্তই অসৎতুল্য।

ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়—এই শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও অনুভূত সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও যে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন—"ভক্তিই মুক্তি", "ভক্তি মোক্ষপ্রদায়িনী", তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"প্রথমং সাধনং যস্য, ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্॥"

(অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অরণ্য কাণ্ড, ১০।৩০)

ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে, ক্রম অনুসারে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে মুক্তি আসিবেই ; এই জন্য ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। ব্যাসদেবের মতে অষ্টাঙ্গ যোগ এবং তত্ত্ববিচার ও ভক্তি সাধনার অঙ্গ, কিন্তু জ্ঞান ভক্তি-সাধনার ফল আর এই জ্ঞানই পরমপদপ্রাপ্তির অর্থাৎ মোক্ষলাভেরে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বা সাধন।

এ স্থানে মুক্তি-সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিপ্রায়ের ও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।—

" ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি,।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"—পীঠমালাতন্ত্রে।

শত শত জপ, হোম, উপবাস-দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, মনুষ্য নিজেকে অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জানিয়া মুক্ত হয়। আত্মজ্ঞান মোক্ষলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন। নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া মনুষ্য এই দেহে থাকিয়াই মুক্ত হয়—ইহা ত্রিকাল সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

'মুক্তিকোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে—

"অতএব ব্রহ্মলোকস্থাঽপি ব্রহ্মমুখাদ্বেদান্তশ্রবণাদি কৃত্বা তেন সহ কৈবল্যং লভন্তে। অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা, ন কর্ম্মসাঙ্খ্যযোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ॥"

কর্ম্ম, সাংখ্য, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি উপায় দ্বারা সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু কৈবল্য মুক্তি, বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না। এইকারণে যাঁহারা বহুপুণ্যফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে ও ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদান্তশ্রবণাদি করিয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মার কল্পাবসানে তাঁহার সহিত কৈবল্য মুক্তি লাভ করিতে হয়।

পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ—নিবৃত্তি হইবে না। এই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি বা পরমানন্দে নিত্যস্থিতির নামই জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। যোগ (কর্ম্ম), ভক্তি ও জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিতে পারে, এইজন্য এই সমস্ত সাধনা ক্রম-অনুসারে আবশ্যক।

ভক্তগণ যাঁহাকে "স্বয়ং" বলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই গীতাতে জ্ঞানের মহিমা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

(চতুর্থ অধ্যায়)

যিনি "স্বয়ং", তিনিই যখন জ্ঞানের মহিমা এরূপ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভক্ত জ্ঞানের নিন্দা কিরূপে করিতে পারেন? সুতরাং জ্ঞান কিছুই নহে, জ্ঞান তুচ্ছ,—এরূপ বিচারকরা অথবা বলা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, শাস্ত্রজ্ঞান-অপরিপাকের পরিচয়, নিতান্ত অনুচিত ও দুঃসাহসমাত্র। তবে, ভক্তবন্ধু অর্থাৎ ভক্তবেষীর পক্ষে কি সম্ভব নহে?

গীতাধ্যানে উক্ত হইয়াছে—

"অদ্বৈতামৃতবর্ষিনীং ভগবতী-মষ্টাদশাধ্যায়িনী
মম্ব! ত্বা-মনুসংদধামি ভগবদ্গীতে! ভব-দ্বেষিনীম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অদ্বৈতপরক গ্রন্থ, দ্বৈতপরক নহে। এই "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী" কে যাহারা 'দ্বৈতগরলদায়িনী' রূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন অথবা করেন, তাহাদের গীতা-প্রীতিকে ধন্যবাদ! তাহাদের কৃষ্ণপ্রেমেরও বলিহারি! আর তাহাদের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য অকথ্য! কলিকৌতুকের অন্ত নাই বটে।

মায়ার আশ্রয়েই সগুণব্রহ্ম, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে খেলা করেন। তুরীয় পাদে কোন খেলা নাই। ব্রহ্মের শক্তিকে অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা যে ভাবেই দেখ, তথাপি বলিতে হইবে, যেখানে খেলা, যেখানে লীলা, যেখানে চলন, তাহাই মায়িক ব্যাপার। শক্তির অব্যক্ত অবস্থাতে ইহা কি, কেহই জানে না। যেখানে চলন, সেখানেই শক্তির ব্যক্তাবস্থা কাজেই লীলা যেখানে সেখানেই ব্যক্তাবস্থা, সেখানেই মায়া। মায়া ভিন্ন দেহধারণই হয় না। এই কারণে মোক্ষধর্ম্মে (মহাভারতে) শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥" কাজেই মায়া ভিন্ন কোন লীলা হয় না। মায়ার যে শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা, সেইখানকার লীলাই ঈশ্বরলীলা। সত্ত্বগুণ মায়ার প্রধান গুণ। ইহা মায়াতীত নহে। শুদ্ধসত্ত্ব যাহা তাহা দ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি রচিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের লীলা সর্ব্বদা ব্রহ্মমুখে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ঈশ্বরলীলা চিন্তায় চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে যখন চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়, তখনই আনন্দে স্থিতি।

তাই বলা হইয়াছে—মায়া বা অবিদ্যাধীন যিনি, তিনি বদ্ধ জীব; আর মায়াধীশ যিনি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী। এই ঈশ্বরই সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলের প্রেরক। এই ঈশ্বরই বদ্ধ জীবের উপাস্য। ইনিই খণ্ডকে অখণ্ডে মিশাইয়া মুক্তি দিয়া থাকেন। কোন উপাসনায় ইনি বরণীয় ভর্গ; কোন উপাসনায় ইনি দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, তারা ইত্যাদি দেবদেবী-মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা গীতাতে দেখিতে পাই, অর্জ্জুন শ্রীভগবানের কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করিলেন। ইহার পরেই জ্ঞানযোগ আরম্ভ হইল।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই শরীরটাই ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান তাহাই 'জ্ঞান'—"ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম" (১৩।২)। এই জ্ঞান লাভের উপায় বিংশ প্রকার। এই বিংশ প্রকার উপায়ের মধ্যে—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী" (১৩।১০)

তাঁহাতে অনন্যযোগপূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তিকে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের সাধন বলিলেন। জ্ঞানলাভের জন্যই ভক্তি আবশ্যক শ্রীগীতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তুমি যদি ভক্তিকেই শেষ বল, তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্‌কে তুমি মান কৈ ? পরন্ত সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ইহাতেও লোকের আপত্তি নাই। ভগবান্ কিন্তু আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠারূপ তত্ত্বজ্ঞানালোচনাকেও জ্ঞানের সাধনা বলিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্"।

জ্ঞানের সাধনা বলিবার পর জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু, যাঁহাকে স্বাত্মরূপে জানিলে অমরত্বলাভ হয়, তাঁহার কথাও বলিলেন।

যিনি আদি-বর্জ্জিত, যাঁহাকে সৎ অসৎ কিছুই বলা যায় না, সেই আপনি আপনি পরব্রহ্মই জ্ঞেয়—"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।" ইনি কিন্তু সগুণব্রহ্ম নহেন, বিগ্রহবান্ ভগবান্ও নহেন।

আপনি আপনি যিনি তাহাই তাঁহার স্বরূপ। স্বরূপ লক্ষণে তাঁহাকে বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে তটস্থ-লক্ষণে বিশ্বরূপ, তাহা বলিলেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" (১৩।১৩)

এই নির্গুণ সগুণাত্মক পুরুষকে জানিতে পারে কে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে বলিতেছেন "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" (১৩।১৮)—আমার ভক্ত ক্ষেত্ররহস্য, জ্ঞানরহস্য এবং জ্ঞেয়রহস্য জানিয়া, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য ইহাও জানিয়া আমার ভাব লাভের (অর্থাৎ "সর্ব্বানর্থশূন্যপরমানন্দভাবায় মোক্ষায়" (শ্রীমধুসূদন স্বামী) সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তিই যে মোক্ষ তাহা পাইবার) উপযুক্ত হন। এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি—এই শ্রুতিসিদ্ধ ক্রমই বলিয়াছেন।

যাহারা অধিকারী নহে তাহাদের পক্ষে ভক্তিপথ অপেক্ষা জ্ঞানপথে অধিকতর ক্লেশ ত হইবেই। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন ও বলেন অব্যক্ত উপাসনার অধিকার কোন মানুষের হইতে পারে না, তাঁহারা 'ভ্রান্ত'। ভগবান্ বলিতেছেন—"সু সুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্" (৯।২) অধিকারীর পক্ষে নির্গুণ উপাসনায় কোন আয়াসই নাই। শ্রুতি বলেন, কৈবল্যমুক্তি ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে নিত্যস্থিতি অন্য কিছুতেই হইতে পারে না—"অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা। ন কর্ম্ম সাংখ্য যোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ" (মুক্তিকোপনিষৎ)। অতএব জানা যাইতেছে যে কৈবল্যমুক্তি বা যথার্থমুক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধিত হয়, কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগ বা উপাসনাদি দ্বারা হয় না। অদ্বৈত জ্ঞানই জ্ঞান। শ্রুতি বলেন—"অভেদদর্শনং জ্ঞানম্"। আত্মই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াই, জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন অদ্বৈত বাসনা জন্মে না।

"ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা"।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা যেখানে তাহাই ভক্তি মার্গ। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান মার্গে যাওয়া যাইবে না। জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি, আবার ভক্তিদ্বারা জ্ঞান। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভ ও হয় না, কৈবল্যমুক্তি ও হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিমার্গে ক্রমমুক্তির বিধান আছে। ক্রমমুক্তি হইলে শেষে সদ্যো-মুক্তি হইবেই। কারণ অন্যপ্রকার মুক্তিতে আংশিক দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু কৈবল্যমুক্তি ভিন্ন পরমানন্দে চিরস্থিতি হইবে না। শ্রুতি, স্মৃতি একবাক্যে ইহাই বলেন।

শ্রীভগবানে ভক্তি যদি না থাকে, তবে যতই কেন শাস্ত্র দেখ না, তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হইবে, শত জন্মে ও জ্ঞান লাভ হইবে না, মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতিলাভ ও হইবে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তি বলা হয়।

শ্রুতি বলেন, "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা "বিদ্যতেঽয়নায়"। তাঁহাকে অভেদাত্মরূপে জানাই মৃত্যু-অতিক্রম করা, তদ্ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রমের বা মুক্তির অন্যপথ নাই। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রই শাস্ত্র। তদ্ভিন্ন যাহা, তাহা শাস্ত্র নহে। ঋষিপ্রনীত গ্রন্থমাত্রেই দেখা যায়—

"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্।
ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্ব্বদা তাং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

সমস্তই ব্রহ্ম—ইহাই যাঁহার অন্তর্ভাবনা তিনি মোক্ষভাগী। কিন্তু যেখানে অবিদ্যা, সেইখানে ভেদ-দৃষ্টি। উহা ত্যাজ্য।

কৃষ্ণমূর্ত্তি ভিন্ন ব্রহ্ম উপাসনায় কিছুই হইবে না—শক্তি মন্ত্র অসুরের জন্য, কৃষ্ণমন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য :—এই সমস্ত উক্তি অবিদ্যার পরিচয়ই প্রদান করে। ইহা ভেদ-দৃষ্টির ফল, সুতরাং ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতঞ্জলি ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব যুক্ত করিয়া তত্ত্বসংখ্যা ২৬টি করিয়াছেন। শ্রুতি ইহার উপরে আর একটি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রুতি বলেন—"স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ।
তৎ ষড়বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশং তথা পরে॥
পুরুষং নির্গুণং সাংখ্যমথর্ব্বাণং শিরো বিদুঃ॥"
(চুলিক, ১৩,১৪)

অথর্ব্ব উপনিষৎ নানামন্ত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি করেন। কি ভাবে? বিভু, পরমেশ্বর, অন্তর্য্যামী, মহেশ্বর, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি। ইনি অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মা মায়াধীশ। এই মায়াধীশ ২৬ তত্ত্ব। কিন্তু যিনি মায়ার অতীত, যিনি নির্গুণ, যিনি আপনিই আপনি—সেই অবিজ্ঞাতস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্মই সপ্তবিংশ তত্ত্ব। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আপন স্বরূপে নির্গুণ। আপনি আপনি ভাবটি 'মায়াতীত' ব্রহ্ম। তিনি গুণাশ্রয়ে 'মায়াধীশ'। গুণের অধীন যে চৈতন্য তিনিই জীব। মায়াধীশ যিনি, তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য অবতার গ্রহণ করেন।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—

"নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো,
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা,
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥"

'অজ্ঞানহানি (অজ্ঞাননাশ) বা রাগক্ষয় (আসক্তিনাশ) কর্ম্মদ্বারা সংসাধিত হয় না, কর্ম্ম হইতে দোষাবহ কর্ম্মেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই সমুদ্ভূত কর্ম্ম হইতে আবার অবারিত সংসারই উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকিগণ জ্ঞানতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান হইবেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

" যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীঃ,
তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্যতৎ,
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥"

'মায়াহেতু যাবৎ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, তাবৎ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পরে "ইহা নয়" না "ইহাই" করিয়া নিখিল জগৎ, প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপ অবগত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে।'

"সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধী
রজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈ স্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্॥"

"কর্ম্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব" আত্মায় অনাত্মধর্ম্ম-আরোপকারী এই যে বুদ্ধি, ইহা অজ্ঞজনের নিকটই প্রসিদ্ধ, তত্ত্বদর্শীর নিকট নহে। অতএব, যাহাদের চিত্ত কর্ম্মে আসক্ত, তাহাদের ব্যবস্থামত বিধি বিহিত বলিয়া অবধারিত হইলেও, বুধগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।'

শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণ দেখাইয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—

"সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং,
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্॥" (রামগীতা, ২১)

'তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রশস্তরূপে বিহিত কর্ম্মসমূহের ত্যাগকে বিহিত বলিয়া সাদরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন এবং বাজসনেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন 'জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম্ম নহে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা মুক্তির নামে ভীত হয়েন—মুক্তি অপেক্ষা বৃন্দাবনের শৃগালত্ব ভাল বলেন এবং "অহং অভিমান" বড়ই উপাদেয় বোধ করেন, তাঁহারা ব্যাসদেবের কথাও শুনেন না, শ্রীকৃষ্ণের কথাও শুনেন না, শ্রীরামের কথাও শুনেন না; মুখে বলেন, "আমরা ভক্ত"। তাঁহারা যে ভগবান্‌কে ভক্তি করেন, সে ভগবান্ রামও নহেন, কৃষ্ণও নহেন, অন্য কেহ। যে জ্ঞানীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়াছেন—"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" (গীতা, ৭।১৮) সেই জ্ঞানীর নিন্দায় যাহারা চতুর্মুখ, তাহারাত 'কৃষ্ণ-নিন্দুক তাহারা কৃষ্ণ-ভক্ত কিরূপে?

'জ্ঞান' শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞা-ধাতু অনট্ (ল্যুট্) প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান পদ সিদ্ধ হয়। ল্যুট্ প্রত্যয় বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ভাববাচ্যে এবং কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যেও ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। জানার ভাবটি জ্ঞান, যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা জ্ঞান, যাহাকে জানা হয় তাহাও জ্ঞান। ব্রহ্মাত্মাকে জানাই জ্ঞান। বিনা সাধনায় জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্তরঙ্গ সাধন সন্ন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠা। বিনা সন্ন্যাসে জ্ঞান হইবে না। সম্যক্ ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস হয় চিত্তত্যাগ করিতে পারিলে। অহং—ত্যাগেই চিত্তত্যাগ হয়। এই কারণে চিত্তত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, যথার্থ সন্ন্যাস।

চৈতন্য সমাধিভঙ্গে যোগী প্রসন্নচিত্ত, লঘুশরীর ও সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন। সকল বস্তুই তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই দ্বৈতদৃষ্টিহীন ব্রহ্মভাবনাই—আত্মভাবনাই—ভগবদ্ভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা **পরা ভক্তি** আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভক্তি তিন প্রকারের সকাম ভক্তি—তাহা গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহাঁদের ভক্তি পরা ভক্তি নহে। পরা ভক্তি অর্থ চতুর্থ প্রকারের ভক্তি—নির্গুণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি—নিষ্কাম ভক্তি—'একভক্তি'। ব্রহ্ম ভাবনার সামর্থ্য জন্মিলে পরা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই পরা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে— "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবাবদ্ভমীক্ষতে।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং শ্রীভগবানের আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।"

জ্ঞানী যখন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন তখন তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি। কিন্তু যখন ব্যুত্থান অবস্থায় আইসেন, তখন তিনি আত্মাকে সর্ব্ববস্তুতে দেখেন এবং সর্ব্ববস্তুকে আত্মমধ্যেই দেখেন। ইহাই পরা ভক্তি। এই পরা ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায়। "তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোহভিজানাতি"। ঈশ্বর মায়া ও অবিদ্যা উপাধি দ্বারা যেরূপে বহু হন , "উপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ" এবং সমস্তোপাধিশূন্য হইয়া তিনি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপে যখন থাকেন "বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদঃ আকাশ-কল্পঃ"—উপাধিযুক্ত ও উপাধিমুক্ত এই দুই অবস্থার সহিত তাঁহাকে জানাই 'তত্ত্বতঃ জানা'! ইহা জ্ঞানরূপা—জ্ঞানলক্ষণা পরা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। পরমাত্মার স্বরূপ জানা ও পরমাত্মার পরমানন্দ-স্বরূপে প্রবেশ করা একই কথা। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জানা ও হওয়া এখানে এক। এক্ষেত্রে জানিলেই হওয়া হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥

(২—৬—৩১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত রহিয়াছে (যেমন স্বর্ণে স্বর্ণা লঙ্কার নিহিত থাকে)। তিনি **স্বতঃ** স্বভাবতঃ অগুণঃ নির্গুণঃ (গুণলেশশূন্য, কারণ মায়াগ্রহণের পূর্ব্বে গুণের প্রকাশই হয় না) কিন্তু **সর্গাদৌ** সৃষ্টির প্রারম্ভে **গৃহীতমায়া** মায়া-উপাধি গ্রহণ করিয়া **উরুগুণঃ** অশেষগুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ হন। [ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পরমাত্মার 'অগুণ' (নির্গুণ) ভাবই নিত্য, 'উরুগুণ' ভাব মায়িক, তাহা নিত্য নহে।]

এই কথাই নিম্নোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে —

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥
(শ্রীমদ্ভাঃ১০—৮৮—৫)

অর্থাৎ শ্রীহরি তো প্রকৃতির পর (অতীত) স্বয়ং পুরুষ (উত্তম পুরুষ) এবং নির্গুণ (গুণলেশবর্জ্জিত গুণাতীত)। [গুণ প্রকৃতির, অতএব তিনি "প্রকৃতেঃ পরঃ" প্রকৃতির অতীত হওয়াতে তাঁহাতে গুণের স্থানই নাই। সুতরাং "নির্গুণঃ" শব্দের অর্থ গুণগন্ধবিবর্জ্জিত। নির্গুণ শব্দের অর্থ যদি এই স্থলে গুণ থাকা সত্ত্বেও গুণসম্পর্করহিত করা হয়, তাহা হইলে "পরঃ" শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত ২—৬—৩১ শ্লোকের "অগুণঃ স্বতঃ" পদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।] তিনি ["গৃহীত-মায়া" হইয়া—মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া] সর্ব্বজ্ঞ এবং উপদ্রষ্টা—সর্ব্বান্তর্য্যামী সাক্ষী। যিনি তাঁহার ভজন করেন, তিনি স্বয়ং ও নির্গুণ ('অবগুণ'—গুণাতীত) হন।

অত্রৈব শিবম্। " সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু "।
ওঁ তৎ সৎ

॥ পরব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

১

একই পরমাত্মার তিন রূপ

যখন এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ের স্থিতিকে বিদ্বান্ পুরুষ 'প্রাকৃত প্রলয়' বলেন। যখন অব্যক্ত প্রকৃতি নিজ স্বরূপে (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতে) স্থিত হন এবং মহত্তত্ত্বাদি সমস্ত বিকারের উপসংহার হইয়া যায়, সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ সমানধর্ম্মা (নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার) হইয়া অবস্থান করেন। সেই সময় সত্ত্ব আর তম সমানরূপে ও পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে থাকে আর যেমন তিলে তেল ও দুধে ঘি থাকে, সেইরূপে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণে রজোগুণ মিশ্রিত থাকে। যখন পরমেশ্বরের যোগদৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তখন মহান্ অণ্ডের ভিতর হইতে ব্রহ্মা প্রকট হন। যদ্যপি ব্রহ্মা সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির স্থান এবং নির্গুণ অজন্মা অবিনাশী ও পরমপদস্বরূপ আর কাহারও ঔরস পুত্র না হওয়াতে স্বয়ম্ভূ, তথাপি তিনি রজোগুণের উপভোগ করিতে করিতে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার কর্ত্তব্য পালন করেন। আবার পরমেশ্বর সত্ত্বগুণের উৎকর্ষযুক্ত হইয়া বিষ্ণুস্বরূপ ধারণ করতঃ ধর্ম্মপূর্ব্বক প্রজা পালন করেন। পুনরায় তমোগুণের অধিকতাযুক্ত হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ জগতের সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করেন। এইভাবে সৃষ্টি, পালন ও সংহার—এই তিন কালে তিন গুণ দ্বারা যুক্ত হইলেও পরমেশ্বর বস্তুতঃ নির্গুণই থাকেন। যেমন কৃষক প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, পরে গাছের রক্ষা করে এবং শেষে শস্য পাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে কাটে আর এই তিন কার্য্য-অনুসারে বীজবপনকারী, শষ্য-রক্ষক ও শষ্য-কর্ত্তক—এই তিন নাম ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপে একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নাম ধারণ করেন। ব্রহ্মা হইয়া সংসারের সৃষ্টি করেন আর রুদ্র-রূপে সংসারের সংহার করেন এবং বিষ্ণুরূপে এই উভয় কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া সকলের পালন করেন। এইরূপে স্বয়ম্ভু পরমাত্মার তিন অবস্থা। রজোগুণপ্রধান ব্রহ্মা, তমোগুণ প্রধান রুদ্র আর সত্ত্ব প্রধান বিশ্বপালক বিষ্ণু। পরমাত্মাই তিন দেবতা, পরমাত্মাই তিন গুণ। ইঁহারা পরস্পর এক অপরের আশ্রিত থাকেন এবং এক অপরের সহিত মিলিত থাকেন। ইঁহাদের পরস্পরের এক ক্ষণেরও বিয়োগ হয় না। ইঁহারা একঅপরকে ছাড়িয়া কখনও থাকেন না। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪৮তম অধ্যায়)।

২

ত্রিদেবের শ্রেষ্ঠতা

প্রাচীনকালে এক সময়ে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর—এই তিন জনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে। তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মাকে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতে শুনেন—

"অনন্তায় নমস্তস্মৈ যস্যান্তো নোপলভ্যতে।
মহেশায় চ যাবেতৌ ময়ি স্তাং সুমুখৌ সদা॥"

—যাঁহার কুত্রাপি অন্ত পাওয়া যায় না, সেই ভগবান্ অনন্তকে নমস্কার, আর যিনি সকলের মহান্ ঈশ্বর সেই ভগবান শঙ্করকেও নমস্কার।

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ও ভগবান্ শঙ্করের শ্রেষ্ঠতা নিশ্চয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক তাঁহারা ক্ষিরোদসাগরে উপস্থিত হন এবং যোগেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতে শুনিলেন—

"ব্রহ্মাণং সর্ব্বভূতেষু পরমং ব্রহ্মরূপিণম্।
সদাশিবং চ বন্দে তৌ ভবেতাং মঙ্গলায় মে॥"

—আমি সম্পূর্ণ ভূতে ব্যাপক পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা ও সদাশিবকে প্রণাম করি। উঁহারা উভয়ে আমার নিমিত্ত মঙ্গলকারী হউন।

এই শ্লোক শুনিয়া সেই ব্রহ্মর্ষিগণের অত্যন্ত বিস্ময় হইল। তাঁহারা সে স্থান হইতে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তাঁহারা শুনিলেন যে, ভগবান্ শঙ্কর গিরিরাজনন্দিনী উমাকে নিম্নোক্ত কথা বলিতেছেন—

"একাদশ্যাং প্রনৃত্যামি জাগরে বিষ্ণুসদ্মনি
সদা তপশ্চাঞ্চরামি প্রীত্যর্থং হরিবেধসোঃ॥"

—দেবি! আমি ভগবান্ বিষ্ণুর ও ব্রহ্মার প্রসন্নতার নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দিরে একাদশীর দিন জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া থাকি এবং উঁহাদের প্রসন্নতার জন্য সর্ব্বদা তপস্যা করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া উক্ত মুনিগণ সে স্থান হইতেও প্রস্থান করেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—যখন এই তিন প্রধান দেবতাই একে অপরের অন্ত জানেন না, তখন তাঁহাদের দ্বারা উৎপন্ন মহর্ষিগণের বংশ-পরম্পরায় উৎপন্ন আমাদের কি গণনা? যে মনুষ্য এই তিন জনের মধ্যে কাহাকেও উত্তম, মধ্যম অথবা অধম বলে, সে মিথ্যাবাদী ও পাপাত্মা, তাহাকে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হয়। নৈমিষারণ্যবাসী তপঃপরায়গণ মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সত্য। সহস্র সহস্র জাপক, সহস্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্র বৈষ্ণব ও সহস্র সহস্র শৈব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অনুগমন (আরাধনা) করিয়া নিজদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং, যে দেবতার প্রতি যাহার হার্দ্দিক অনুরাগ স্পষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার পক্ষে সেই দেবতারই ভজন কর্ত্তব্য। তাহার ফলেই সে পাপরহিত হইতে পারে—ইহাই আমার সর্ব্বোত্তম মত—"ভস্মাদ্ যস্য মনোরাগো যস্মিন্ দেবে ভবেৎ স্ফুটম্। স তং ভজোদ্বিপাপঃ স্যান্মমেদং মতমুত্তমম্॥" (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ড—কুমারিকা খণ্ড, ৩২।১৪)। [করন্ধমের প্রতি মহাকালের উক্তি]।

৩

ভগবান্ বিষ্ণু ও ভগবান্ শিবের পূজন মহত্ত্ব

ধর্ম্মরাজ যম রাজা ভগীরথকে বলিলেন—মনুজেশ্বর। যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল দ্বারা পূজারহিত শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহার ফল শ্রবণ কর—সেই পুণ্যাত্মা ভক্ত বিমানে বসিয়া ভগবান্ শিবের নিকটে গমন করে। জলেশ্বর! যে মনুষ্য ভক্ষ্য—ভোজ্য ও ফল দ্বারা নির্জ্জন প্রদেশে স্থিত শিবলিঙ্গের পূজন করে, সেই মহাভাগ্যবান্ ভক্ত পুনরাবৃত্তি রহিত শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যবংশী ভগীরথ। যে ভক্ত পূজারহিত বিষ্ণু-প্রতিমা কেবল জলদ্বারাও পূজন করে, সে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ভগবান্ বিষ্ণু অথবা শঙ্করের সম্মুখে অখণ্ড দীপকের ব্যবস্থা করে, তাহার এক-এক ক্ষণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল সুলভ হয়। ভূমিপাল! যে দেবী-মন্দিরে একবার, সূর্য্য-মন্দিরের সাতবার, গণেশ-মন্দিরের তিনবার এবং বিষ্ণু মন্দিরের চারবার পরিক্রমা করে, সে ব্যক্তি সেই-সেই লোকে গিয়া লক্ষ-লক্ষ যুগ সুখ ভোগ করে। যে ভক্তিভাবে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ বিষ্ণু, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রদক্ষিণা করে, সে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভে ধন্য হয়। যে ব্যক্তি কাশীপুরীতে ভগবান্ শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির পূজন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে, তাহার জন্য আর কোনও কর্ত্তব্য শেষ থাকে না, তাহার আর সংসারে জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করের দক্ষিণ ও বাম পরিক্রমা করে, ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় সে আর স্বর্গ হইতে নিম্নে আসে না। যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত চিত্তে শিব মন্দিরে নৃত্য অথবা গান করে, সে রুদ্রলোকে গিয়া মোক্ষভাগী হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, মুরজ, ডিণ্ডিম আদি বাদ্যদ্বারা দেবেশ্বর ভগবান্ শিবকে প্রসন্ন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গিয়া পাঁচ কল্প পর্য্যন্ত সুখ ভোগ করেন। হে রাজন! যে মনুস্য বিষ্ণু মন্দিরে শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকে, সে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত দিব্য সুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দিরে তাল, ঝাঁঝ, খঞ্জনি প্রভৃতির শব্দ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। সর্ব্বসাক্ষী, নিরঞ্জন ও জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে পর সম্পূর্ণ ধর্ম্মের যথাযোগ্য পূর্ণফল দান করেন। ভূপতে! দেবাদিদেব সুদর্শনচক্রধারী শ্রীহরির স্মরণমাত্রে সম্পূর্ণ কর্ম্ম সফল হয়, সেই জগদীশ্বর পরমেশ্বরই সমস্ত কর্ম্মের ফল। পুণ্যকর্ম্ম-কারী পুরুষ দ্বারা স্মৃত হইলে ভগবান্ ভক্তের সম্পূর্ণ ক্লেশ নাশ করেন। ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কৃত পুণ্য কর্ম্মমাত্রই অক্ষয় মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুই ধর্ম্ম! ধর্ম্মের ফলও ভগবান্ বিষ্ণুই। এইভাবে কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মফলভোক্তাও ভগবান্ বিষ্ণুই। কার্য্য ও বিষ্ণু, করণও বিষ্ণু। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি"—"যস্য স্মরণমাত্রেণ দেবদেবস্য চক্রিণঃ। সফলানি ভবন্ত্যেব সর্ব্বকর্ম্মাণি ভূপতে॥ পরমাত্মা জগন্নাথঃ সর্ব্বকর্ম্ম ফলপ্রদঃ। সৎকর্ম্ম কর্ত্তৃভির্নিত্যং স্মৃতঃ সর্ব্বার্ত্তিনাশনঃ॥ তমুদ্দিশ্য কৃতং যচ্চ তদানন্ত্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পতে ॥ ধর্ম্মানি বিষ্ণুশ্চ ফলানি বিষ্ণুঃ কর্ম্মাণি বিষ্ণুশ্চ ফলানি ভোক্তা। কার্য্যং চ বিষ্ণুঃ করণানি বিষ্ণুরস্মান্ন কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি ॥" (নারদ পুরাণ, পূর্ব্বভাগ—প্রথম পাদ, ১৩।৫১—৫৩)।

ইন্দ্র সারথী মাতলি রাজা যযাতিকে বলিতেছেন—যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করেন, তাঁহারা শিবলোকের বিমান লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রসঙ্গবশ ও ভগবান্ শিবের স্মরণ অথবা নাম-কীর্ত্তন করেন কিম্বা তাঁহাকে নমস্কার করেন, তাঁহার অনুপম সুখ লাভ হয়। আর যিনি নিরন্তর ভগবান্ শিবের ভজনে লাগিয়া থাকেন, তাঁহার বিষয়ে তো বলবারই কিছু নাই—তিনি শিব-সারূপ্য প্রাপ্ত হন। যিনি ধ্যানে যোগে ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তন করেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাতে মন লগ্ন রাখেন, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। নরশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শিব ও ভগবান্ বিষ্ণুর লোক একই প্রকার; ভগবান্ শিব ও বিষ্ণুতে কোন প্রভেদ নাই, কারণ তাঁহাদের স্বরূপ একই। শ্রীবিষ্ণুরূপধারী শিব এবং শ্রীশিবরূপধারী বিষ্ণুকে নমস্কার। শ্রীশিবের হৃদয়ে বিষ্ণু ও শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়ে ভগবান্ শিব বিরাজ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতা একরূপই, ইঁহাদের স্বরূপে স্বরূপে কোন ভেদ নাই, কেবল গুণের ভেদ বলা হইয়াছে—"শৈবং চ বৈষ্ণবং লোকমেকরূপং নরোত্তম। দ্বয়োশ্চাপ্যন্তরং নাস্তি একরূপং মহাত্মনোঃ ॥ শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে। শিবস্য হৃদয়ে বিষ্ণু বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে শিবঃ ॥ এক মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ত্রয়াণামন্তরং নাস্তি গুণভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড, ৭১।১৮—২০)।

যে পুণ্যাত্মা মনুষ্য ভগবান্ বিষ্ণু অথবা ভগবান্ শিবের ভক্ত হইয়া সকলকেই প্রতিদিন ঈশ্বরমূর্ত্তি ভাবিয়া আদর বুদ্ধিতে দর্শন করিতে করিতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র—কাশীপুরীতে নিবাস করেন, সেই শুদ্ধ সাধু পুরুষ ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করের তুল্য হন। তিনি ভয়, দুঃখ ও পাপ রহিত হইয়া যান। তাঁহার কর্ম্মকলাপ পূর্ণতঃ শুদ্ধ হইয়া যায় এবং তিনি জন্ম, মৃত্যুর গহন জাল ভেদন করিয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (নারদ পুরাণ, উত্তর ভাগ, ৪৮ তম অধ্যায়)।

ভগবৎপার্ষদ, শিবশর্ম্মাকে বলিলেন ঃ—

শ্রুতি সমূহ সাকার, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সত্য এবং দ্বৈত-রহিত বলিয়া যে পরব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ শিব। তিনি সমস্ত কারণের অতীত ও পরাৎপর। ভগবান্ শিবের বিষয়ে শ্রুতি সমূহ বলেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ পরমানন্দময়। ভগবান্ শিবকে বেদও জানেন না, বাণী তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি নিজের দ্বারাই জানিবার যোগ্য ; তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীস্বরূপে স্থিত। যোগী জন সমাধিযোগে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মায়াযোগে অনেক রূপ ধারণ করিলেও বস্তুতঃ তিনি রূপ রহিত। তিনি অনন্ত ও অন্তকস্বরূপ। সর্ব্বজ্ঞ ও কর্ম্মাতীত তিনি। পর ও অপর (সগুণ ও নির্গুণ অথবা কার্য্য-কারণ) ভেদে তাঁহার দুই রূপ—এই রূপদ্বয় দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার। ভগবান্ শিবই ভোগ ও মোক্ষের কারণ। যেমন শিব, তেমনি বিষ্ণু; যেমন বিষ্ণু, তেমনি শিব। শিব ও বিষ্ণুতে বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই—"যথা শিব স্তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ। অন্তরং শিববিষ্ণোশ্চ মনাগপি ন বিদ্যতে॥" (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ, ২৩।৪১)।

ভগবান শঙ্কর কার্ত্তিকেয়কে বলিলেন—বৎস! জগৎগুরু ভগবান্ বাসুদেব যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যিনি আমি, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণু আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণু তিনিই আমি। যেমন প্রকাশের দৃষ্টি-অনুসারে দুইটী দীপকে কোনও ভেদ হয় না, সেইরূপে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়েও কিঞ্চিৎমাত্র অন্তর নাই। স্কন্দ! যে ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বেষ করে সে আমাকেও দ্বেষ করে, যে উঁহার অনুগমন (উপাসনা) করে সে আমারও উপসনা করে। যে এরূপ জানে, সেই আমার যথার্থ ভক্ত—"যো হ্যহং স হরির্জ্জ্ঞেয়ো যো হরিঃ সোঽহমিত্যুত॥ নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদ্দীপয়োরিব সুব্রত॥ এনং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যোঽন্বেত্যেনং স মানুগঃ॥" (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর কুমারিকাখণ্ড, ২৬।৪১, ৪২)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ শ্রীশঙ্করকে বলিলেন—হে হর! যে সমস্ত লোকের চিত্ত অবিদ্যামোহিত, সেই সমস্ত ভিন্নদর্শী পুরুষই আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ দেখিয়া থাকে এবং সেইরূপই বলে—"অবিদ্যামোহিতাত্মনঃ পুরুষা ভিন্ন দর্শিনঃ। বদন্তি ভেদং পশ্যন্তি চাবয়োরন্তরং হর॥" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩৩।৪৯)।

৪

ভগবান্ শঙ্করের মহিমা

পিতামহ ব্রহ্মা নিজ মানসপুত্র সনককে বলিতেছেন—এক সময় বিবাদমান আমার এবং ভগবান্ বিষ্ণুর সম্মুখে এক অগ্নিময় স্তম্ভের আবির্ভাব হইয়াছিল। সর্ব্বতোভাবে অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত সেই আদি-অন্ত-শূন্য স্তম্ভ সম্পূর্ণ দিগন্তব্যাপী দৃষ্ট হইতেছিল। ভগবান্ শিবের সেই অভূতপূর্ব্ব দর্শন তেজোময় স্বরূপ দেখিয়া আমি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে উহার মানসিক পূজন করি এবং নিজ চতুর্মুখে বেদমন্ত্র দ্বারা বিনয়পূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিয়া জোড়হাতে দেবদেবেশ্বর ভগবান্‌কে বারম্বার প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে চুপ করিয়া উপবেশন করি। তৎপশ্চাৎ নব জলধরসম গম্ভীর ধ্বনি শ্রীবিষ্ণু নিজ বিশুদ্ধ বাণীকে আরও কৃতার্থ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে লাগিলেন। আমার ও ভগবান্ বিষ্ণুর এই প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহ প্রণাম ও স্তুতিতে ভগবান্ শঙ্কর আমাদের উভয়ের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই তেজোময় অপূর্ব্ব স্তম্ভ হইতে গৌরবর্ণ, নীলকণ্ঠ পরুষরূপে প্রকটিত হইলে। ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ। তাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রের মুকুট শোভা পাইতেছিল। তাঁহার কণ্ঠদেশ তমালপুষ্প সমান শ্যামবর্ণ। ললাটে জ্যোতির্ম্ময় নেত্র প্রকাশিত। সর্ব্ব অঙ্গ বিভূতি সমূহে উজ্জ্বল। চতুর্হস্তে পরশু, মৃগ, অভয় ও বর—এই চার মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। চার হাতে শেষনাগের ভুজবন্ধ শোভা পাইতেছে। তিনি আমাকে ও বিষ্ণুকে বলিলেন—'মদ্‌গতচিত্ত তোমাদের ভক্তিতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা বর প্রার্থনা কর।' ভগবান্ শঙ্করের এই কথা শুনিয়া আমাদের উভয়ের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিজ-নিজ পৃথক্-পৃথক্ প্রয়োজন নিবেদন করিলাম। তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড—অরুণাচল-মাহাত্ম্যখণ্ড ১ম অধ্যায়)।

ভগবান বিষ্ণু তারকাসুর নাশক কার্ত্তিকেয়কে বলিলেন—স্কন্দ! পাপ করিলে পর যাহার খুব বেশী পশ্চাত্তাপ হয়, তাহার জন্য ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা অপেক্ষা উত্তম কোন উপায় নাই। যাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন' এবং যাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে শ্রুতিও ভীত হন, সেই ভগবান্ শঙ্কর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কি হইতে পারে? ত্রিভুবনে ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত এমন দেবতা আর কে আছেন, পৃথ্বী যাঁহার রথ ব্রহ্মা সারথী, আমি বিষ্ণুবাণ, মন্দরাচল ধনুষ আর চন্দ্রমা ও সূর্য্য রথচক্র? কেহ কেহ যোগমার্গে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনার কথা বলেন, পরন্তু সর্ব্বদা নিরালম্বের উপাসক সেই যোগিগণের মার্গ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই হেতু যাঁহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয়-প্রার্থী, তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শঙ্করের লিঙ্গময় স্বরূপের আরাধনা কর্ত্তব্য। সৃষ্টি প্রারম্ভে আমার ও ব্রহ্মার বিবাদকালে ভগবান্ শিব লিঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই লিঙ্গময় স্বরূপে সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ লীন হইয়া যায়, এই কারণে বেদশাস্ত্রে উহা 'লিঙ্গ' নামে প্রখ্যাত। যে পরম বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ভগবান্ শঙ্করের স্বরূপভূত লিঙ্গমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত পবিত্রভাবে জলদ্বারা স্নান করায়, সে তো ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত এই সম্পূর্ণ জগৎকে তৃপ্ত করে। (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড—কুমারিকাখণ্ড, ২৬তম অধ্যায়)।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—গিরীশ ! এই সংসারে মনুষ্য অল্প বা অধিক যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা আপনার শ্রীচরনারবিন্দের চিন্তন-প্রভাবেই সিদ্ধ হয়। আপনার ভক্তিরূপী সম্পৎ-সম্পন্ন আমাদের উদ্যোগ প্রায়ই সফলই হয়। শিব! নিজ বুদ্ধি, বল ও পুরুষার্থ দ্বারা যে কার্য্য অত্যন্ত অসাধ্য হয়, তাহাও আপনার নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে সুচারুরূপে সিদ্ধ হইমা যায়।—এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ভগবান শিবের পরিক্রমা করিলেন এবং বার-বার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীদেবী সহ মন্দরাচলে প্রস্থান করিলেন। (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড—উত্তরার্দ্ধ, ৫৮তম অধ্যায়)।

স্কন্দ মহর্ষি অগস্ত্যকে ব'লিলেন—যখন এই ভূমণ্ডল থাকে না এবং যখন জলের সত্তার ও অভাব হয়, সেই সময়ে নিজের বিহারের জন্য জগদীশ্বর শ্রীশঙ্কর এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র—বারাণসীধামের নির্ম্মান করিয়াছেন। কুম্ভজ ! কাশীক্ষেত্রের এই রহস্য কেহ জানে না। এই কাশীপুরী ভগবান্ শিবের আনন্দের হেতু বলিয়া তিনি প্রথমে ইহার নাম 'আনন্দবন' রাখিয়া ছিলেন। এই আনন্দকাননে চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলে আনন্দকন্দের বীজসমূহের অঙ্কুর-তুল্য। একদিন ভগবান্ শিব সচ্চিদানন্দরূপিনী জগদম্বার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ বামাঙ্গে অমৃতবর্ষী দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে এক ত্রিভুবনসুন্দর পুরুষে প্রকট হন। তিনি পরম শান্ত, সত্ত্বগুণ পরিস্পূর্ণ, সমুদ্র অপেক্ষা অধিক গম্ভীর এবং ক্ষমাগার ছিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমনি তুল্য শ্যাম ছিল। নয়নযুগল বিকসিত কমল দল সমান সুন্দর ছিল। সুবর্ণবর্ণের দুই খণ্ড সুন্দর পীতাম্বর দ্বারা তিনি নিজ শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সুন্দর ও প্রচণ্ড বাহুযুগলে সুশোভিত ছিলেন। তাঁহার নাভিকমল হইলে অতি উত্তম সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। তিনি সমস্ত গুণের আশ্রয় ও সম্পূর্ণ কলার নিধি ছিলেন। একমাত্র তিনিই সমস্ত পুরুষাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উত্তম ছিলেন, এই কারণে তাঁহার নাম 'পুরুষোত্তম' হইয়াছিল। মহামহিমা-বিভূষিত সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—'অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ণু, তোমার নিঃশ্বাস হইতে বেদ প্রকট হইবে আর বেদ হইতে তুমি সবকিছুই জানিবে।'

তৎপশ্চাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষণ মাত্র ধ্যানস্থ থাকিয়া তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ চক্র দ্বারা এক সুন্দর পুস্করিনী খনন করিয়া উহাকে নিজ শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারাই পূর্ণ করেন। পরে উহার তটে ঘোর তপস্যা মগ্ন হন। কিছুকাল পরে ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীসহ সেই স্থানে প্রকট হইয়া বলেন—'মহাবিষ্ণো। বর প্রার্থনা কর।' শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—'দেবদেব মহেশ্বর! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা ভবানী সহিত আপনার দর্শন করিতে অভিলাষী।' ভগবান্ শিব বলিলেনে—'এবমস্তু'। জনার্দ্দন! এইস্থানে আমার মণিময় কর্ণিকা (মণিময় কুণ্ডল) পতিত হইয়াছে, এই কারণে এই তীর্থের নাম 'মনিকর্ণিকা' হউক। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—প্রভো। এ স্থানে আপনার মুক্তাময় কুণ্ডল পতিত হওয়াতে এই উত্তম তীর্থ মুক্তির প্রধান ক্ষেত্র হইবে। এ স্থানে সর্ব্বদা শিব স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি প্রকাশিত থাকে, এই হেতু হইবার দ্বিতীয় নাম 'কাশী' প্রসিদ্ধ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার প্রকারের জীবসমুদয়ের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত যত জীব আছে, তাহারা কাশীতে মরিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে এবং এই মণিকর্ণিকা নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পন, পিণ্ডদান, গো, ভূমি, তিল, সুবর্ণ, অশ্ব, দীপ, অন্ন, বস্ত্র, আভূষণ ও কন্যা—এই সকলের দান, অনেক যজ্ঞ, ব্রতোদ্যাপন, বৃষোৎসর্গ ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতির স্থাপনা—ইত্যাদি শুভকর্ম্ম যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য করিবে, তাহার সেই কর্ম্মের ফল মোক্ষ হইবে। যাহা আছে, যাহা হইবে এবং যাহা হইয়াছে সেই সমস্ত তীর্থ বা ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্র অধিক ও শুভোদয়কারী হইবে। যাহারা কাশীর নাম উচ্চারণ করিবে, তাহাদেরও সর্ব্বপাপের সর্ব্বদার জন্য ক্ষয় হইবে। শ্রীমহাদেব বলিলেন—মহাবাহু বিষ্ণু! তুমি নানা প্রকারের যথা যোগ্য সৃষ্টি রচনা কর এবং যে সমস্ত দুষ্টাত্মা পাপমার্গে চলিবে, তুমি তাহাদের সংহারের কারণ হও।........যেমন আকাশের একদেশে স্থিত হইলে পরও সর্ব্বগত সূর্য্যমণ্ডল সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই প্রকার বিশ্বনাথ কেবল কাশীতে স্থিত থাকিলেও সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে সর্ব্বত্র উপলব্ধ হইয়া থাকেন। (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ, ২৬তম অধ্যায়)।

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—চক্রতীর্থ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপকুল-নাশক। এইস্থানে ভগবান্ শঙ্কর 'চক্রেশ্বর' নাম ধারণ করিয়া নিবাস করেন। ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে ভগবান্ বিষ্ণু চক্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [শিষ্টরক্ষা ও দুষ্টনাশের জন্য]। শ্রীবিষ্ণু এস্থানে বাস করিয়া চক্রলাভের নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই কারণে ইহাকে 'চক্রতীর্থ' বলা হয়। (ব্রহ্মপুরাণ, ১১০ম অধ্যায়)।

কংস বধের পর একদিন নারদাদি ঋষিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আসেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—'ব্রাহ্মনগণ! আমি অত্যন্ত পাপাত্মা কংসের বধ করিয়াছি, পতন্তু তিনি আমার মামা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। মাতুল-বধে দোষ (পাপ) হয়- -ইহা শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ বলেন। অতএব, উক্ত পাপনাশের আপনারা আমাকে কোন প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করুন।' এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ অদ্‌ভুত পরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত মধুর বানীতে বলিলেন—'যদুনন্দন! আপনি তো নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা, আপনাকে পুণ্য অথবা পাপস্পর্শ করিতে পারে না। তথাপি গরুড়ধ্বজ! লোক শিক্ষার জন্য বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। মাধব! গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি পরম পুণ্যময় রামসেতু তীর্থে পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র 'রামেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিষেকের জন্য জলের আবশ্যকতা হওয়াতে শ্রীরঘুনাথ ধনুষ দ্বারা পৃথ্বী ভেদ করিয়া এক তীর্থ প্রকট করেন, তাহা 'কোটিতীর্থ' নামে বিখ্যাত। সে তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক। আপনি সেই তীর্থে স্নান করুন। কোটিতীর্থের স্নান ব্রহ্মহত্যা আদিরও নিবারক।' দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রামসেতু যান এবং কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া কোটিতীর্থে স্নান এবং নানা উপচারে রামেশ্বরের সেবা পূজা করিবার পর মথুরাতে ফিরিয়া আসেন। (স্কন্দপুরাণ, ব্রাহ্মখণ্ড সেতুমাহাত্ম্য, ১০ম অধ্যায়)।

লোমশ মুনি বলিলেন—যাঁহারা 'শিব' এই দুই অক্ষর যুক্ত নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হন—ইহাতে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই—"শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম ব্যাহরিষ্যন্তি যে জনাঃ। তেষাং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ভবিষ্যতি ন চান্যথা॥" (স্কন্দপুঃ মাঃ কেঃ ১।১৬) যাঁহারা সর্ব্বদা কল্যাণপ্রদ ভগবান্ শিবের ভজনা করেন, তাঁহারা ধন্য। যাঁহাদের মুখে "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়, তাহারা ভগবান্ শঙ্করের স্বরূপ। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাসময় ভগবান্ শঙ্করের দর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃ কাল ভগবান্ শিবের দর্শন করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ পাতকের নাশ হয়, দ্বিপ্রহরে দর্শন করিলে মনুষ্যের সাত জন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যায় আর রাত্রিতে দর্শন করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। 'শিব' এই দুই অক্ষরের নাম মহাপাতকরাশির নাশক।......ভগবান্ শঙ্করই এই চরাচর জগতের আধার, অতএব সবই শিবস্বরূপ—এই কথা বিশেষ ভাবে জানা উচিত। বেদ, পুরাণ ধর্ম্ম শাস্ত্র, উপনিষদ, আগম ও দেবতা—এই সকলের দ্বারা একমাত্র ভগবান্ শিবই জানিবার যোগ্য। ......যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব আর যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু। পীঠিকা (গৌরীপট, আধার অথবা অর্ঘা) ভগবান্ বিষ্ণুর রূপ আর তদুপরি স্থাপিত লিঙ্গ মূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বরের স্বরূপ। সুতরাং শিবলিঙ্গের পূজন সকলের পক্ষেই মহা কল্যাণ প্রদ ও সর্ব্বোত্তম। ব্রহ্মা সর্ব্বদা মণিময় শিবলিঙ্গের পূজন করিয়া থাকিবেন। ইন্দ্র রত্নময়, চন্দ্রমা মুক্তাময় এবং সূর্য্য তাম্রময় লিঙ্গের সর্ব্বদা পূজন করেন। কুবের রৌপ্যময়, বরুণ লঘুরক্তবর্ণের, যমরাজ নীলবর্ণের, নৈঋত্য কোণের অধিপতি রজতবর্ণ এবং বায়ুদেব কেসর রঙের শিবলিঙ্গের নিরন্তর আরাধনা করেন। এইভাবে ইন্দ্র আদি সমস্ত লোকপাল শিবলিঙ্গোপাসক। পাতালপুরেও সমস্ত লোক শিব পূজক। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও শিবোপাসনা করেন। দৈত্যমধ্যে প্রহ্লাদ আদি কেহ-কেহ মাত্র বৈষ্ণব। রাক্ষসগণের মধ্যেও বিভীষণ আদি কেহ-কেহ মাত্র বৈষ্ণব। বলি, নমুচি, হিরণ্যকশিপু, বৃষপর্ব্বা, সংহ্লাদ—এই সমস্ত এবং বুদ্ধিমান্ শুক্রাচার্য্যের আরও বহু-বহু শিষ্য ভগবান্ শঙ্করের উপাসক। এইরূপে প্রায় সমস্ত দৈত্য-দানব ও রাক্ষস শিবারাধনেই রত থাকে। হেতি, প্রহেতি, সংযাতি, প্রযাচী, প্রঘস, বিদ্যুজ্জিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, ভীমবিক্রম, মালী, সুমালী, মাল্যবান্, অতিভীষণ, বিদ্যুৎকেশ, খর্গজিহ্ব, মহাবলী রাবণ, দুর্দ্ধর্ষ বীর কুম্ভকর্ণ ও প্রতাপী বেগদংশী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাক্ষস সদা শিব-পূজনে সংলগ্ন থাকে। ইহারা সকলে সর্ব্বদা শিবলিঙ্গের অর্চ্চন করিয়া উচ্চ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটির সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড—কেদারখণ্ড, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়)।

পিতামহ ব্রহ্মা বলিতেছেন—এক সময় শিবভক্ত ও বিষ্ণুভক্তগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্য পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর নিজ ভক্তগণের সম্মুখে এক পরম অদ্‌ভুত রূপ ধারণ করেন। উহা তাঁহার হরি-হর-স্বরূপ ছিল। তিনি অর্দ্ধেক শরীরে শিব ও অর্দ্ধেক শরীরে বিষ্ণু হইলেন। একদিকে ভগবান্ বিষ্ণুর চিহ্ন এবং অপরদিকে ভগবান্ শিবের চিহ্ন প্রকট হইল। এক পার্শ্বে গরুড় ও অপর পার্শ্বে নন্দী-বৃষভ উপস্থিত ছিলেন। এক অংশ মেঘের সমান শ্যামবর্ণ ছিল আর অপর অংশ কর্পূরের সমান গৌরবর্ণ। এইভাবে শিব ও বিষ্ণুর একতার স্পষ্টীকরণ হইয়াছিল। এই প্রকারে সম্পূর্ণ বিশ্বে একই ভগবান্ ব্যাপক রহিয়াছেন। অতঃ বিশ্ব ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ভগবানের একতার বোধ হইয়াছিল। শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহের অর্থ বাধিতকারিণী ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পাষণ্ড ও যুক্তিবাদী সমস্ত আশ্চর্য্যচকিত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ মতের দুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। মন্দরাচল পর্ব্বতে সেই হরিহর মূর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টি, পালন ও সংহার-কারিণী উক্ত মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিশ্বের বীজ এবং অনন্ত। শিব ও বিষ্ণুর উক্ত সংযুক্ত মূর্ত্তির স্মরণ করিলে সমস্ত পাপরাশির নাশ হইয়া যায়। (স্কন্দনপুরাণ, ব্রাহ্মখণ্ড—চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্য, ২৩তম অধ্যায়)।

রুদ্রাবতার মহাবীর হনুমান্ বলিয়াছেন—রাজগণ! ভগবান্ শিবের পূজন ভিন্ন দেহধারিদিগের জন্য অন্য কোনও গতি নাই। (স্কন্দপুরাণ, ব্রাহ্মখণ্ড—ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় অধ্যায়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শিবই গুরু, শিবই দেবতা, শিবই প্রাণীদিগের বন্ধু, শিবই আত্মা এবং শিবই জীব। শিব হইতে ভিন্ন কিছুই নাই—"শিবো গুরুঃ শিবো দেবঃ শিবো বন্ধুঃ শরীরিণাম্। শিব আত্মা শিবো জীবঃ শিবাদন্যন্ন কিঞ্চন॥" (স্কন্দপুরাণ, ব্রাঃ ব্রহ্মঃ ৪।১)। ভগবান্ শিবের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দান, জপ ও হোম কৃত হয়, তাহার ফল অনন্ত হইয়া থাকে। যিনি একমাত্র ভগবান্ শিবের ভজন করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন।.........সেই জিহ্বা সফল, যাহা ভগবান্ শিবের স্তুতি করে, সেই মন সার্থক যাহা শিব ধ্যানে সংলগ্ন থাকে; সেই কান সফল যাহা শিবকথা শুনিবার জন্য সদা উৎসুক থাকে; সেই হাত সার্থক যাহা শিবের পূজা করিয়া থাকে; সেই নেত্র ধন্য যাহা মহাদেবের পূজা দর্শন করে; সেই মস্তক ধন্য যাহা শিব-সন্মুখে নত হয়; সেই চরণ ধন্য যাহা ভক্তিপূর্ব্বক শিবক্ষেত্র সমূহে সদা ভ্রমণ করে। যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবান্ শিবের কার্য্যে লাগিয়া থাকে, তিনি সংসার সাগর পার হইয়া যান এবং ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হন। চণ্ডাল, পুল্কস, নারী, পুরুষ অথবা নপুংসক যে কোন মনুষ্য শিবভক্তিযুক্ত হইলে তৎকাল সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়—"সা জিহ্বা যা শিবং স্তৌতি তন্মনো ধ্যায়েত শিবম্। তৌ কর্ণৌ তৎকথালোলৌ তৌ হস্তৌ তস্য পূজকৌ॥ তে নেত্রে পশ্যতঃ পূজাং তচ্ছিরঃ প্রণতং শিবে। তৌ পাদৌ যৌ শিবক্ষেত্রং ভক্ত্যা পর্য্যটতঃ সদা॥ যস্যেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবকর্ম্মসু। স নিস্তরতি সংসারে ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি॥ শিবভক্তিযুতো মর্ত্ত্যশ্চাণ্ডালঃ পুল্কাসোঽপি চ। নারী নরো বা ষণ্ঢো বা সদ্যো মুচ্যেত সংসৃতেঃ॥" (স্কন্দপুরাণ, ব্রাঃ ব্রহ্মঃ ৪।৭—১০)।

'শিবদ্বেষী ন বৈষ্ণবঃ'। এই কারণে দশ প্রকার নামাপরাধের মধ্যে শিব ও বিষ্ণুতে ভেদদর্শন একার নামাপরাধারূপে গণ্য।—"গুরোরবজ্ঞাং,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুনাং নিন্দাং, ভেদং হরে হরৌ। বেদনিন্দাং, হরের্নামবলাং পাপসমীহনম্॥ অর্থবাদং হরের্নাম্নি, পাখণ্ডং নামসংগ্রহে। অলসে নাস্তিকে চৈব হরিনামোপদেশনম্॥ নামবিস্মরণং চাপি, নাম্ন্যনাদরমেব চ। সংত্যজেদ্ দূরতঃ বৎস দোষানেতান্ সুদারুণান্॥" (নারদপুরাণ, পূর্ব্বভাগ —তৃতীয়পাদ, ৮২।২২-২৪)।

বনবাসকালে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একমাস পুষ্করক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। পুষ্করে পিনাকধারী দেব-দেব মহাদেব 'অজগন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্র অজগন্ধ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ উমানাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তাঁহার দর্শনে রঘুনাথের শ্রীবিগ্রহে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। তিনি সাত্ত্বিক ভাবে স্থিত হন। তিনি দেবেশ্বর ভগবান্ শ্রীশিবকেই জগতের কারণ বুঝিয়া বিনম্রভাবে তাঁহার স্তুতি করিতে থাকেন।—

কৃৎস্নস্য যোঽস্য জগতঃ সচরাচরস্য
কর্ত্তা কৃতস্য চ তথা সুখদুঃখহেতুঃ।
সংহারহেতুরপি যঃ পুনরন্তকালে
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি॥ ১

যিনি চরাচর প্রাণীসহিত এই সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের সুখ-দুঃখের একমাত্র কারণ এবং অন্তকালে যিনি পুনঃ এই বিশ্বের সংহারেরও কারণ হন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ লইতেছি।

যং যোগিনো বিগতমোহতমোরজস্কা
ভক্ত্যেকতানমনসো বিনিবৃত্তকামাঃ।
ধ্যায়ন্তি নিশ্চলধিয়োঽমিতদিব্যভাবং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি॥ ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহাদের হৃদয় হইতে মোহ, তমোগুণ ও রজোগুণ-দূর হইয়া গিয়াছে, ভক্তি-প্রভাবে যাঁহাদের চিত্ত ভগবানের ধ্যানে লীন থাকে, যাঁহাদের সম্পূর্ণ কামনা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহাদের বুদ্ধি স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ যোগীগণ অপরিমেয় দিব্যভাবসম্পন্ন যে ভগবান্ শিবের নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যশ্চেন্দুখণ্ডমমলং বিলসন্ ময়ুখং
বদ্ধা সদা প্রিয়তমাং শিরসা বিভর্ত্তি।
যশ্চার্দ্ধদেহমদদাদ্ গিরিরাজপুত্র্যৈ
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৩

যিনি সুন্দর কিরণযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্রকলা জটাজুটে বাঁধিয়া নিজ প্রিয়তমা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি গিরিরাজনন্দিনী উমাকে নিজ অর্দ্ধ অঙ্গ দান করিয়াছেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যোহয়ং সকৃদ্বিমলচারুবিলোলাতোয়াং
গঙ্গাং মহোর্ম্মিবিষমাং গগনাৎ পতন্তীম্।
মূর্দ্ধনাহহদদে স্রজমিব প্রতিলোল পুষ্পাং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৪

স্বচ্ছ, সুন্দর এবং চঞ্চল জলপূর্ণ এবং উত্তাল তরঙ্গমালাদ্বারা উল্লসিত হেতু ভীষণদর্শন, আকাশ হইতে উত্তীর্ণমানা গঙ্গাকে যিনি দোলায়মান পুষ্পমালের সমান সহসা নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, সেই শরণপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাসশৈলশিখরং প্রতিকম্প্যমানং
কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন ।
যঃ পাদপদ্মপরিবাদনমাদধান—
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥৫

কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের তুল্য উচ্চদেহ দশমুখ রাবণ কর্ত্তৃক দোলায়মান কৈলাস গিরির শিখরকে যিনি নিজ চরণ কমলের তালমাত্রদ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, সেই শরণপ্রদাতা ভগবান শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যেনাসকৃদ্ দিতিসুতাঃ সমরে নিরস্তা
বিদ্যাধরোরগগনাশ্চ বরৈঃ সমগ্রাঃ ।
সংযোজিতা মুনিবরাঃ ফলমূল ভক্ষা—
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৬

যিনি বহুবার দৈত্যকুলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন এবং বিদ্যাধর, নাগগণ ও ফলমূলাহারী শ্রেষ্ঠ মুনিদিগকে উত্তর বর প্রদান করিয়াছেন, সেই শরণপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

দগ্ধাধ্বরং চ নয়নে চ তথা ভগস্য
পূষ্ণস্তথা দশনপঙ্‌ক্তিমপাতয়ঞ্চ ।
তস্তম্ভ যঃ কুলিশযুক্ত মহেন্দ্র হস্তং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৭

যিনি দক্ষের যজ্ঞ ভস্ম করিয়া ভগ দেবতার চক্ষু তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পূষার সমস্ত দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বজ্রসহিত দেবরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রের হাতও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই শরণপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

এনস্কৃতোঽপি বিষয়েষ্বপি সক্তভাবা
জ্ঞানান্বয়শ্রুতগুণৈরপি নৈব যুক্তাঃ।
যং সংশ্রিতাঃ সুখভুজঃ পুরুষা ভবন্তি
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৮

যে পাপকর্ম্মে নিরত ও বিষয়াসক্ত ; যাহাতে উত্তম জ্ঞান, উত্তম কুল, উত্তম শাস্ত্রজ্ঞান ও উত্তম গুণেরও অভাব—এরূপ পুরুষও যাঁহার শরণাগত হইলে সুখভোগী হয়, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

অত্রিপ্রসূতিরবি কোটিসমানতেজাঃ
সংত্রাসনং বিবুধদানবসত্তমানাম্।
যঃ কালকূটমপিবৎ সমুদীর্ণবেগং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ৯

যিনি কোটি কোটি চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান প্রভাশালী, যিনি প্রধান প্রধান দেব ও দানবগণেরও হৃদয়বিদারক কালকূট নামক ভয়ঙ্কর বিষ পান করিয়াছিলেন, সেই প্রচণ্ড বেগশালী শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুতাং চ সষন্মুখানাং
যোঽদাদ্ বরাংশ্চ বহুশো ভগবান্ মহেশঃ।
নন্দিং চ মৃত্যুবদনাৎ পুনরুজ্জহার
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভগবান্ মহেশ্বর কার্ত্তিকেয়-সহিত ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণকে বহু বার বর দান করিয়াছেন এবং নন্দীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

আরাধিতঃ সুতপসা হিমবন্নিকুঞ্জে
ধূম্রব্রতেন মনসাপি পরৈরগম্যঃ।
সঞ্জীবনীং সমদদাদ্ ভৃগবে মহাত্মা
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১১

যিনি অপর সকলের পক্ষে মনের দ্বারাও অগম্য এবং মহর্ষি ভৃগু হিমালয়ের নিকুঞ্জে হোম-ধূম পান করিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন এবং যে মহাত্মা ভৃগুর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

নানাবিধৈর্গজ বিড়াল সমান বক্ত্রে,
র্দক্ষাধ্বর প্রমথনৈর্বলিভির্গণৌঘৈঃ।
যোঽভ্যর্চ্চ্যতেঽমরগণৈশ্চ সলোকপালৈ
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১২

হাতী এবং বিড়াল প্রভৃতির ন্যায় মুখাকৃতিবিশিষ্ট এবং দক্ষ-যজ্ঞধ্বংস-কারী নানা প্রকার মহাবলী গণসমূহ দ্বারা যাঁহার নিরন্তর পূজন হইয়া থাকে এবং লোকপালগণসহ দেবগণও যাঁহার আরধনা করিয়া থাকেন, সেই শরণদাতা ভগবান শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

ক্রীড়ার্থমেব ভগবান্ ভুবনানি সপ্ত
নানানদী বিহগপাদমণ্ডিতানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব্রহ্মকানি ব্যসৃজৎ সুকৃতাহিতানি
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৩

যে ভগবান্ নিজ ক্রীড়ার জন্যই অনেকানেক নদী, পক্ষী ও বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত এবং ব্রহ্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত সাত ভুবনের রচনা করিয়াছেন এবং যিনি লোকসমূহকে নিজ পুণ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যস্যাখিলং জগদিদং বশবর্ত্তি নিত্যং
যোঽষ্টাভিরেব তনুর্ভি র্ভুবনানি ভুঙ্‌ক্তে।
যঃ কারণং সুমহতামপি কারণানং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৪

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব সদাই যাঁহার আজ্ঞার অধীন, যিনি [জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু ও প্রকৃতি—এই] আট বিগ্রহ দ্বারা লোকসমূহ উপভোগ করেন এবং যিনি মহান্ তত্ত্বসমূহেরও মহাকারণ, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং, বৃষভপ্রবীর—
মারুহ্য যঃ ক্ষিতিধরেন্দ্র সুতানুযাতঃ।
যাত্যম্বরে হিমবিভূতি বিভূষিতাঙ্গ
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৫

যিনি নিজ শ্রীবিগ্রহকে হিম ও ভস্ম দ্বারা বিভূষিত করিয়া শঙ্খ, চন্দ্রমা ও কুন্দের সমান শ্বেতবর্ণ বৃষভশ্রেষ্ঠ নন্দীপৃষ্ঠে আরূঢ় থাকিয়া গিরিরাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোরী উমার সহিত আকাশমণ্ডলে বিচরণ ক , সেই শরণদাতা ভগবান্ শঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

শান্তং মুনিং যমনিয়োগ পরায়ণং তৈ
ভীমৈর্যসমস্ত পুরুষৈঃ প্রতিনীয়মানম্।
ভক্ত্যা নতং স্তুতিপরং প্রসভং ররক্ষ
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি॥ ১৬

যমরাজের আদেশ-পালনে তৎপর ভয়ঙ্কর যমদূত যাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং যিনি ভক্তিতে নম্র হইয়া স্তুতি করিতেছিলেন, সেই শান্ত মুনিকে যিনি বলপূর্ব্বক যমদূত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে সেই শরণদাতা ভগবান্ শঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যঃ সব্যপাণিকমলাগ্রনখেন দেব
স্তং পঞ্চমং প্রসভমেব পুরঃ সুরাণাম্।
ব্রাহ্মং শিরস্তরুণ পদ্মনিভং চকর্ত্ত
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি॥ ১৭

যিনি সমস্ত দেবতার সম্মুখেই ব্রহ্মার সেই পঞ্চম মস্তক, যাহা নবীন কমল সদৃশ শোভা পাইতেছিল, নিজ বাম হস্তের নখ দ্বারা বলপূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীশঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যস্য প্রণম্য চরণৌ বরদস্য ভক্ত্যা
স্তুত্বা চ বাগ্গিভরমলাভিরতন্দ্রিতাভিঃ।
দীপ্তৈস্তমাংসি নুদতে স্বকরৈর্বিবস্বাং
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণরং ব্রজামি॥ ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও জ্ঞান

* *

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥"

* *

লেখক :
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

* * *

[১৩৬২ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমীতে (৬ই কার্ত্তিক) পরমপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীগুরুঠাকুর মহারাজের শুভ জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী মায়া লাহিড়ী কর্ত্তৃক তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।]

* * *

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—আট আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ও জ্ঞান

[পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর স্বামী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ]

('সিদ্ধান্ত'—ফেব্রুয়ারী ১৯৪১)

[যে ভক্তি ও জ্ঞান-প্রভাবে মনুষ্য ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি-লাভে জন্ম-মৃত্যু পারে যাইতে সক্ষম হয়, সেই ভক্তি ও জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।]

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

(গীতা, ৫।১৭)

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

(গীতা, ৮।২২)

ঈশ্বর স্বীয় পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত—এই তত্ত্ব জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানা যায় না। ঈশ্বর কখন বহু উপাধি ধারণ করিয়া এক হইয়াও বহুরূপে ভাসিতেছেন, এক থাকিয়াও একই মুহূর্ত্তে বহুরূপে লীলা করিতেছেন, আবার কখন সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আপন শান্ত অদ্বিতীয় স্বরূপে প্রকাশিত হন—তখন তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, চলন-রহিত, গুণাতীত, আপনি-আপনি-ভাবে অবস্থিত তুরীয় ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ["যাবান্ যশ্চাস্মি" যাবান্=উপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ, যঃ=বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিরখণ্ডৈকরস একঃ] জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না অর্থাৎ জ্ঞান লক্ষণা পরা ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায়। 'তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽনুভিজানাতি'। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তি (উপাসনা) দ্বারা তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ

শ্রীশ্যামাদাস বাক্‌চি,

বিত্তারত্ন, সাংখ্যভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, প্রধান পণ্ডিত

রঘুনাথপুর উচ্চ ইংরাজী বিত্তালয়, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

পুস্তক-প্রাপ্তি-স্থান

১। শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়র
" শ্রীশঙ্কর-ধাম "
গোবর্দ্ধনপুর, মুজঃফরপুর।

২। শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়,
এম-এ,
(অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)
পোঃ কুণ্ডা, বৈত্তনাথ ধাম (S.P.)

৩। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী
(দেবশর্ম্মা)
অবসরপ্রাপ্ত জেলা মেজিষ্ট্রেট্
'অঞ্জলি', পোঃ মধুপুর (S.P.)

৪। শ্রীপ্রতুল চন্দ্র লাহিড়ী
৮৮, যতীন দাস রোড
কলিকাতা-২৯

৫। শ্রীমায়া লাহিড়ী
" লাহিড়ী বাড়ী "
বিলাসী টাউন, দেওঘর

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীমন্মথ কুমার বসু

এভিনিউ প্রেস

১৬ সুরেন ঠাকুর রোড

কলিকাতা-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্য অনিকেতনবাসী শ্রী১০০৮ শঙ্কর স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ লিখিত ও লিখীয়মান

গ্রন্থাবলীর তালিকা—

১। সাধন-সহায় ৩৲

২। সাধন-সহায় পরিশিষ্ট ১৲

৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ৷৹

৪। সমন্বয় ৷৹

৫। দীক্ষা-তত্ত্ব বিচার ৷৹

৬। ভক্তি ও জ্ঞান ৷৹

৭। তত্ত-নিরূপণ ১৲

৮। জগতের মূলকারণ ৩৲

৯। মৃত্যুর পরের অবস্থা ২৲

১০। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲

১১। আত্ম প্রসঙ্গ (হিন্দী) ৩৲

১২। প্রবন্ধ-রত্নাবলী ২৲

১৩। বিচার-ধারা ২৲

১৪। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত ১৲

১৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ('মুমুক্ষুবোধিকা' ব্যাখ্যা-সমেতা) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীঅনাদিশরণ মজুমদার,
এ, পি, দত্ত এণ্ড কোম্পানি,
মুজঃফরপুর (বিহার)

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী,
৮৮, যতীনদাস রোড,
কলিকাত-২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi